দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

আইমার কর্মীদের নিয়ে প্রস্তুতিসভা

যে কোনও সংগঠন চলে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে। কারণ, সিস্টেম ছাড়া পৃথিবীতে সবকিছুই অচল। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে জনপ্রিয় অরাজনৈতিক সংগঠন হল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। তবে আর পাঁচটা সাধারণ সংগঠনের থেকে আইমার কাজের পদ্ধতি আলাদা। ফলে সহজেই আইমাকে চিহ্নিত করা যায়। অঞ্চল, ব্লক, জেলা, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় স্তর মিলিয়ে আইমা পরিচালিত হয় একটি নির্দিষ্ট সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে। ফলে অন্তর্দ্বন্দ্ব বা গোষ্ঠী কোন্দলের কোনও বালাই নেই এখানে।

বিস্তারিত ৩-এর পাতায়

Vol:8 Issue:05 The Voice Of Wadi RNI No.WBBEN/2014/56111 | ২৮ জমাদিউল আওয়াল ১৪৪৪ হিজরি ২৩ ডিসেম্বর ২০২২ ৭ পৌষ ১৪২৯ শুক্রবার | অষ্টম বর্ষ | Postal Regn. No.:WB/TMK-49 অনুদান ৫ টাকা

এক ঝলকে

বাবাকে দিয়ে ছেলের সাজা

তালিবানি শাসনের অদ্ভুত পরিণতি! এ বার তালিবানি শাসকরা প্রথম মৃত্যুদণ্ডের সাজা কার্যকর করা হল। এবার এক খুনের আসামীকে মৃত্যুদণ্ড দিল আফগানিস্তানের তালিবান শাসকরা। ২০২১ সালে আফগানিস্তানে ক্ষমতা দখল করেছিল তালিবান। তাদের শাসনে এটিই প্রথম প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড। বলা হয়েছে, হেরাত প্রদেশের বাসিন্দা তাজমির নামে ওই ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে পাঁচজনকে হত্যার অভিযোগ ছিল। সে হত্যা করে মোবাইল ফোন ও মূল্যবান বেশ কয়েকটি জিনিস চুরিও করে।

বিস্তারিত ২-এর পাতায়

গুলিতে মৃত ৩ জঙ্গি

উপত্যকায় বড়সড় সাফল্য পেল ভারতীয় সেনা। দক্ষিণ কাশ্মীরের সোপিয়ানে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে তিন জঙ্গি। কাশ্মীর পুলিশের বিশেষ বাহিনী এবং ভারতীয় সেনার বিশেষ অভিযানে এই সাফল্য মেলে। মৃত জঙ্গিরা লস্কর-ই-তৈবার সদস্য বলে জানা গিয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযানে নামে সেনা এবং পুলিশের যৌথ বাহিনী। সোপিয়ানে মজ মার্গ এলাকাতে জঙ্গি উপস্থিতির খবর পায় সেনা। অভিযোগ, তল্লাশি চালানোর সময়ে আচমকা জওয়ানদের উদ্দেশ্য করে হামলা চালায় জঙ্গিরা। পাল্টা জবাব দেয় সেনা।

বিস্তারিত ৫-এর পাতায়

ঐতিহ্যশালী পোশাক মেসিকে

মেসিকে বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে তুলে দেওয়ার ঠিক আগে একটি কালো রঙের পোশাক পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু জানেন কি এটা কোন পোশাক। অনেকেই জানতে চেয়েছেন কাতারিরা আর্জেন্তিনার অধিনায়ককে কী পোশাক পরিয়েছিলেন? এই পোশাককে 'বিশ্ত' বলা হয়। এটি একটি চাদর যা ঘাড় থেকে পা পর্যন্ত শরীরকে ঢেকে রাখে। 'বিশ্ত' আরব দেশের পুরুষদের সাংস্কৃতিক পোশাক। সাধারণত দুই থেকে তিন রঙের কাপড় এতে ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে কালো এবং সোনালি রঙও থাকে। টুইটারে অনেকে বলেছেন যে 'বিশ্ত' বিশেষ অনুষ্ঠানে পরা হয়ে থাকে এবং এটি যারা পরেন তারা দেশের খুব সম্মানীয় হয়ে থাকেন। এটা যে কেউ পরতে পারেন না।

বিস্তারিত ৭-এর পাতায়

পঞ্চায়েত-'টোটকা' আইমা সুপ্রিমোর

পশ্চিম মেদিনীপুরের জন সমাবেশে উপচে পড়া ভিড় ● তৃণমূল শঙ্কিত

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী বছরের গোড়ার দিকে রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে এখন থেকেই রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পড়ে গিয়েছে সাজো সাজো রব। ব্যতিক্রম নয় অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনও। কারণ, এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোমর বেঁধে নামতে চলেছে আইমা। আইমা সমর্থিত প্রার্থীরা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেব।

গত ১৯ ডিসেম্বর সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা আইমার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল প্রকাশ্য জন সমাবেশ। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেনাডিহির অন্তর্গত রানিপাটনার মসজিদচকে এই জন সমাবেশে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। তিনি এই সমাবেশ থেকে কর্মীদের উদ্দেশে প্রচ্ছন্ন বার্তা দিয়েছেন। ফলে এখন থেকেই রাজনৈতিক দলগুলো, বিশেষ করে শাসক তৃণমূলের অন্দরে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, আগাপাশতলা দুর্নীতিতে ডুবে থাকা তৃণমূলের কাছে সাক্ষাৎ শমন হিসাবে হাজির হয়েছে আইমা। ফলে মেদিনীপুর জেলার তৃণমূল নেতানেত্রীরা আইমা সংগঠনের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছেন। এমনকী সংগঠনের নেতৃত্বদের নিয়ে ব্যক্তি কুৎসা রটানো শুরু করেছেন তাঁরা। তবে তার পাল্টা হিসাবে কুৎসা নয়, সংগঠন শক্তিশালী করার ওপর জোর দিয়েছেন আইমা সুপ্রিমো। কেননা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে পঞ্চায়েত ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাটাই একমাত্র লক্ষ্য আইমার। সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান তাই এদিনের জন সমাবেশ থেকে আইমা সদস্যদের প্রতি নির্দেশ দিলেন, জানপ্রাণ লড়িয়ে দিয়ে ভোটের ময়দানে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে। সেইসঙ্গে তিনি সতর্ক করলেন, ভোটের সময় শাসকদলের ছাপ্পা বা রিগিং রুখতে প্রয়োজনে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার কারণ হিসাবে তাদের ইংরাজি না শিখতে পারাকে দায়ী করেন আইমা সুপ্রিমো। এই প্রসঙ্গে ইংরেজ আমলের কথা তুলে আনেন তিনি। এক শ্রেণির আলেম যাঁরা ইংরাজি শিক্ষাকে হারাম বলে দাগিয়ে দিয়ে মুসলমানদের পিছিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের একহাত নিয়ে তিনি বলেন, ''এই সময় আমাদের সমাজের একদল মানুষ ইংরেজদের শত্রু ভেবে, তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে নিজেদের সমাজকে পিছিয়ে রেখেছিলেন। তার কুফল আজও ভোগ করতে হচ্ছে এই সমাজকে।''

স্বাধীনতার পর থেকেই একটা সমাজ ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে। তারা ভোট দিয়ে প্রথমে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় এনেছে, তারপর তাদের সমর্থনে বামফ্রন্ট দীর্ঘদিন রাজ করেছে। অথচ তারা কিছুই পায়নি। আজ তৃণমূলকে সমর্থন করার পরেও তাদের একই অবস্থা। নেই নেই আর নেই। আসলে পিছিয়ে পড়া এই সমাজ তাদের চাহিদাটা আসলে কী সেটাই জানে না। মত আইমা সম্পাদকের। ⇨ *এর পর দুয়ের পাতায়*

মমতার এক চালে মাত বিজেপি!

শুভেন্দু-সুকান্তদের হঠাৎ সুর বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলায় একশো দিনের কাজের প্রকল্পে বরাদ্দ টাকা দেওয়া প্রায় এক বছর বন্ধ রেখেছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার। বঙ্গের বিজেপি তাতেই সায় দিয়ে গিয়েছে বরাবর। শুভেন্দু-সুকান্তরা বারবার তদ্বির করেছে, যাতে কেন্দ্র টাকা না দেয় রাজ্যকে। কিন্তু রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে হঠাৎ কেন ভোলবদলে ফেললেন শুভেন্দু-রা? রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি চালই শুভেন্দু-সুকান্তদের মাত দিয়ে গিয়েছে। তার ফলে বঙ্গ বিজেপি তাদের অবস্থান বদল করতে বাধ্য হয়েছে। নিজেরা কেন্দ্রীয়মন্ত্রকের কাছে গিয়ে বাংলায় একশো দিনের কাজের বরাদ্দ পাঠাতে তদ্বির করেছেন শুভেন্দু অধিকারী-সুকান্ত মজুমদাররা।

বছর ঘুরলেই বাংলায় পঞ্চায়েত নির্বাচন। আর পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তৃণমূল মূল ইস্যু করতে চলেছে কেন্দ্রের বঞ্চনাকে। আর শুভেন্দু অধিকারী-সুকান্ত মজুমদাররা তাতে উসকানি দিয়ে গিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সেই বঞ্চনা আর উসকানিকে হাতিয়ার করে শুভেন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার অঙ্গীকার করেছেন। শুভেন্দু অধিকারীরা তা বুঝে গিয়েছেন। বুঝে গিয়েছেন রাজ্যকে হাতে না মারতে পেরে পাতে মারার এই অবস্থান বুমেরাং হয়ে ফিরে আসতে পারে তাদের কাছে। গ্রামীণ ভোটে তাদের খালি হাতে ফিরতে হতে পারে এই অবস্থানের জন্য। তাই আগ বাড়িয়ে বাংলার জন্য দরবার করতে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে ছুটেছেন শুভেন্দুরা।

কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের সঙ্গে বৈঠকের পর বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, একশো দিনের কাজের টাকা ছাড়ার জন্য সওয়াল করেছেন তাঁরা। ওই টাকা কেন্দ্র দ্রুত ছেড়ে দেবে। তবে আবাস যোজনার টাকা বিলিতে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। যাঁরা আবাস যোজনার যোগ্য উপভোক্তা নয়, তারাই বেশি তালিকায় ঢুকে পড়েছে। অর্থাৎ বিজেপি এতদিন আবাস যোজনার দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছিল। এবার একশো দিনের কাজের দুর্নীতি প্রকট করতে বদ্ধপরিকর তারা। ⇨ *এর পর দুয়ের পাতায়*

তৃণমূল-বিজেপির সব 'সেটিং' সংখ্যালঘুরা এবার একটু বুঝুন

নিজস্ব প্রতিনিধি: নবান্নে বৈঠক করে গেলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে ১৪ তলায় গিয়ে করলেন একান্তে বৈঠকও। তারপর থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে অবধারিত প্রশ্নটা উঠে পড়েছে। বৈঠক তো হল সভাঘরে, তারপর একান্ত আলাপচারিতা কেন? উন্নয়ন প্রশ্নেই কি এই একান্ত আলাপচারিতা? নাকি নেপথ্যে রয়েছে অন্য কোনও উদ্দেশ্য। এই গোপন আঁতাতের অস্বস্তি কিন্তু বিজেপি বা তৃণমূল- কোনওপক্ষই কাটাতে পারছে না। নবান্নে শাহী-বৈঠকের পরই সিপিএম-কংগ্রেস কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে গোপন আঁতাতের তত্ত্ব খাঁড়া করতে। পিছিয়ে নেই আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট-ময়দানে নামার পরিকল্পনা নেওয়া অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন বা আইমাও। তাঁরাও সেটিং-এর অভিযোগে সরব।

সাফ বার্তা আইমা সুপ্রিমোর

আইমার কর্ণধার পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন গর্জে উঠলেন নবান্নের ১৪ তলায় মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষে মমতা-শাহের একান্ত আলাপচারিতার পর। তিনি সোজাসাপ্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, মুখ্যমন্ত্রী যদি মোদী-শাহের সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেন, তখন সেটা হয় উন্নয়নের বৈঠক। কিন্তু সংখ্যালঘু কোনও নেতা যদি দিলীপ ঘোষ বা বিজেপির কোনও নেতার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন, তখন তাঁর গায়ে সেঁটে দেওয়া হয় সেটিংয়ের তকমা। কিন্তু আসল সেটিং তো করে চলেছে রাজ্যের শাসকদল। বারবার প্রমাণিত, কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদল প্রতি পদক্ষেপে সেটিং করে চলছেন। যা কিছু বিরোধিতা লোকদেখানো। উন্নয়নের দোহাই দিয়ে সেটিং হয়ে যাচ্ছে তলে তলে। বাংলার সংখ্যালঘু মানুষ কিন্তু বুঝছেন না, বুঝতে চাইছেন না। তাঁরা অন্ধের মতো সমর্থন করে যাচ্ছেন তৃণমূলকে, যারা প্রতিনিত বিজেপির সঙ্গে সেটিং করে কাজ করছেন। সংখ্যালঘু মানুষেরা এবার একটু বুঝুন, বোঝার চেষ্টা করুন, তৃণমূল আপনাকে শুধু ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করছে। আর আপনি অন্ধের মতো হাতের পুতুল হয়ে তৃণমূলের দাসত্ব করে চলেছেন। এবার আপনাদের ভাবার সময় এসেছে। সম্প্রতি পূর্বাঞ্চলীয় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে কলকাতা সফরে এসেছিলেন অমিত শাহ। শহরে পা দিয়েই বিজেপির পার্টি অফিসে ছুটেছিলেন তিনি। দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠক করে পঞ্চায়েতের আগে দিগনির্দেশনা করে গিয়েছিলেন। রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা ছিল এটা শাহী-কৌশল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকের পর গোপান আঁতাতের অস্বস্তি কাটাতেই তিনি বিজেপির পার্টি অফিসে গিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করলেন কর্মসূচির বাইরে গিয়ে।

⇨ *এর পর দুয়ের পাতায়*

ধর্ষকদের মুক্তি কীসের ভিত্তিতে?

নিজস্ব প্রতিনিধি: কথায় বলে জোর যার মুল্লুক তার। হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকারের ক্ষেত্রে এই কথাটি এখন একশোভাগ সত্যি। এমনকী তারা আদালতেরও তোয়াক্কা করে না। এমনটাই জানাচ্ছেন রাজনীতির কারবারিরা। কারণ হিসাবে তাঁরা দায়ী করছেন গুজরাটের বিজেপি সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাবকে। তথ্যের অধিকার আইনে সম্প্রতি পঞ্চটি যোগ নামে এক অধিকার রক্ষাকর্মী জানতে চেয়েছিলেন, জঘন্য অপরাধ করার পরেও কীসের ভিত্তিতে বিলকিস বানোর ধর্ষকদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে? প্রশ্নটি পছন্দ হয়নি গুজরাট সরকারের। ফলে তারা এই প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে অস্বীকার করে। বিষয়টি প্রকাশ করা

স্পিকটি নট গুজরাট সরকার

যাবে না বলে পরিষ্কার জানিয়ে দেয় তারা। অথচ সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে গুজরাট সরকারই জানায়, এই ১১ জন খুনি-ধর্ষক যখন প্যারোলে জেলের বাইরে ছিল, তখনও একাধিক অভিযোগ উঠেছিল তাদের বিরুদ্ধে। তার মধ্যে আবার ২ জনের নামে নতুন করে এফআইআরও দায়ের করতে হয়েছিল। তাছাড়া ১১ জনের মধ্যে ১০ জনই প্যারোলের নিয়মের কোনও তোয়াক্কা করেনি। তা সত্ত্বেও কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও আদালতের ইচ্ছাতেই অপরাধীদের মুক্তি দেয় গুজরাট সরকার।

মারাত্মক অপরাধ করার পর ১১ জন ধর্ষককে মুক্তি দেওয়া প্রসঙ্গে গুজরাটের বিজেপি সরকারের সাফাই, ধর্ষকরা নাকি জেলে ভালো ব্যবহার করেছিল। কিন্তু কীরকম ভালো সেই ব্যবহার? জানতে চাইলে এই গুজরাটের বিজেপি সরকারই আবার বেঁকে বসে। রাজি হয় না প্রশ্নের উত্তর দিতে।

⇨ *এর পর দুয়ের পাতায়*

তৃণমূলে 'সিঁদুরে মেঘ' পঞ্চায়েতে

নিজস্ব প্রতিনিধি: কাজ করলে ভালো, না করলে সরতে হবে। তৃণমূলে থাকতে গেলে, পদ আঁকড়ে বসে থাকলে হবে না, মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। আর তা করলে দল রেয়াত করবে না, যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। প্রধানদের নাম ধরে ধরে নির্দেশ দিচ্ছেন তৃণমূলের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন প্রশ্ন পঞ্চায়েত ভোটের মুখে কি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তথা তৃণমূলের এই পদক্ষেপ বুমেরাং হবে? নাকি সঠিক পদক্ষেপই নিয়েছে তৃণমূল? তৃণমূলের এই পদক্ষেপ খারাপ কি ভালো করবে তা জানতে গেলে অপেক্ষা করতে হবে পঞ্চায়েত ভোটের ফলাফল প্রকাশ পর্যন্ত।

কড়া পদক্ষেপ অভিষেকের

ইতিমধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর ও নদিয়ায় পঞ্চায়েত প্রধানকে ইস্তফার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে। তারপর তাঁরা অনুগত সৈনিকের মতো ইস্তফাও দিয়েছেন। কিন্তু কী তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পড়বে তা স্পষ্ট হয়নি। তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব অবশ্য অভিষেকের এই পদক্ষেপকে সাধুবাদই দিচ্ছে। তৃণমূল বলেছে, মানুষের পাশে না থাকলে কাউকে রেয়াত করা হবে না। পঞ্চায়েত প্রধানরা ঠিকঠাক কাজ না করতে পারলে, শুধু পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাই নেওয়া হবে না, ব্লক সভাপতির বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্লক সভাপতিদেরও সতর্ক করে দেন। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এই বার্তা দেওয়া হয়েছে। আর দুটি পঞ্চায়েতে এমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এরপর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ধরনের কড়া পদক্ষেপকে সঠিক সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়। জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে অরূপ রায়ের বার্তা, স্বচ্ছতা রেখে মানুষের হয়ে কাজ করতে হবে। মোট কথা, তৃণমূল সাফ জানিয়ে দিয়েছে, যার বিরুদ্ধেই অভিযোগ উঠবে দল ব্যবস্থা নেবে। ⇨ *এর পর দুয়ের পাতায়*

পৃথিবীতে প্রাণের উৎসের সন্ধান!

অসমে উদ্ধার উল্কাপিণ্ডে লুকিয়ে রহস্যের বেড়াজাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: পৃথিবীতে প্রাণের উৎস নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এল অবশেষে। অসমে উদ্ধার হওয়া একটি উল্কাপিণ্ডে লুকিয়ে রয়েছে রহস্যের বেড়াজাল। এমনই সম্ভাবনার কথা সামনে আনলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। এই তথ্য সামনে আসার পর পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তির সূত্র খুঁজতে তৎপরতা শুরু হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানান, অসমে পাওয়া উল্কাটি মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে অবস্থিত গ্রহাণু বেল্ট থেকে এসেছে। পৃথিবীর পুরু বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে জ্বলন্ত প্রবেশ করেছিল উল্কাটি। অসমের গোলাঘাট জেলার কামারগাঁও শহরের কাছে বিধ্বস্ত হয়। তার সাত বছর পর মহাকাশে পাথরের টুকরোটি একটি বড় রহস্য খাঁড়া করে দিয়েছে। পৃথিবীতে জীবনের উৎস নিয়ে বড় রহস্য উদঘাটনের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে অসমে উদ্ধার হওয়া ওই উল্কাপিণ্ড। পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তির সূচনা দিতে পারে ওই

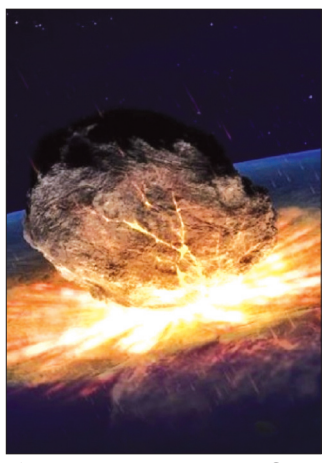

উল্কা। সারা বিশ্বের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই গ্রহে কীভাবে জীবন শুরু হয়েছিল তা জানতে আগ্রহী। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি বা আইআইটি খড়গপুরের গবেষকরা উল্কাপিণ্ডে সৌরজগতের বাইরের কোনও খনিজ পদার্থের ভেসিকলের প্রমাণ পেয়েছেন এই প্রথমবার। এবং তাতে জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে নতুন সূত্র খুঁজে পেতে পারেন বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। এই গবেষণায় জাপানের হিরোশিমা ইউনিভার্সিটি এবং আমেদাবাদের ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরির গবেষকরাও যোগ দিয়েছে। সম্প্রতি অসমে পাওয়া উল্কাটি মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মধ্যে অবস্থিত গ্রহাণু বেল্ট থেকে উচ্চ বেগে একটি গ্রহাণুর সঙ্গে সংঘর্ষের পর মহাকাশ থেকে শিলা খণ্ডটি ভেঙে পড়ে। এই সংঘর্ষের ফলে গ্রহাণুটি ছোটো ছোটো টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এর মধ্যে কয়েকটি গ্রহাণুর টুকরো কামারগাঁও উল্কা হিসেবে পৃথিবীর পৃষ্ঠে পড়েছিল। কামারগাঁও উল্কাটি ৬.৪ কিলোমিটারের বেশি আকারের গ্রহাণু থেকে এসেছে। গবেষণার ফলাফল জিওফিজিক্যাল রিসার্চ-প্ল্যানেট জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, এটি একটি সাধারণ কন্ড্রাইটে ভেসিকুলার অলিভাইন এবং পাইরোক্সিনের প্রথম ঘটনা। ⇨ *এর পর দুয়ের পাতায়*

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তকে গুলি! তালিবানী শাসনে বাবাকে দিয়ে ছেলের সাজা

বিশেষ প্রতিনিধি: তালিবানি শাসনের অদ্ভুত পরিণতি! এ বার তালিবানি শাসকরা প্রথম মৃত্যুদণ্ডের সাজা কার্যকর করা হল। এবার এক খুনের আসামীকে মৃত্যুদণ্ড দিল আফগানিস্তানের তালিবান শাসকরা। ২০২১ সালে আফগানিস্তানে ক্ষমতা দখল করেছিল তালিবান। তাদের শাসনে এটিই প্রথম প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড।

বলা হয়েছে, হেরাত প্রদেশের বাসিন্দা তাজমির নামে ওই ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে পাঁচজনকে হত্যার অভিযোগ ছিল। সে হত্যা করে মোবাইল ফোন ও মূল্যবান বেশ কয়েকটি জিনিস চুরিও করে। আফগানিস্তানের ফারাহ প্রদেশে এই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এটিই তালিবানের শাসনকালে প্রথম মৃত্যুদণ্ড।

যাবিউল্লাহ মুজাহিদ এক বিবৃতিতে বলেন, "স্থানীয় প্রশাসনকে এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রকাশ্যে, অর্থাৎ জন সমাবেশে এই শাস্তি দিতে বলা হয়েছে।" তার পরে একটি আলাদা ট্যুইটে বলা হয়েছে, এই অপরাধীর বাবা একটি কালাশনিকভ থেকে তিনটি গুলি ছুড়ে এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে। এর আগেও যে ইতিহাস দেখা গিয়েছে, তাতে তালিবান ক্রমাগত, প্রকাশ্যে বিভিন্ন অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার প্রথা শুরু করেছে। এর আগে ২০০১ সাল নাগাদ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য কাবুলের জাতীয় স্টেডিয়ামেও লোকজড় করার প্রথা চালু করেছিল তৎকালীন তালিবান শাসকরা। সে দেশের মানবাধিক কর্মী সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, তালিবানরা রীতিমতো ঘোষণা করে লোক জড়ো করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করত।

ইউক্রেনে 'বৃষ্টির মতো' রুশ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ

বড়দিন এগিয়ে আসতেই আরও হিংস্র পুতিন

বিশেষ প্রতিনিধি: বড়দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই ইউক্রেনের উপর আক্রমণের তীব্রতা বাড়াচ্ছে রাশিয়া। লাগাতার ইউক্রেনের শহরগুলিতে আছড়ে পড়ছে মস্কোর ক্ষেপণাস্ত্র। চলছে রকেট ও ড্রোন হামলাও। যা দেখে প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের দাবি, এবার ইউক্রেনের রাজধানী কিভ দখলের জন্য চূড়ান্ত লড়াইতে নেমেছে রাশিয়া। ইউক্রেন প্রশাসনের দাবি, শুক্রবার ৭০-র বেশি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ক্রেমলিন। শহরের মধ্যে প্রধান প্রশাসনিক ভবনগুলিকে টার্গেট করছে পুতিন বাহিনী। এতে কত জনের মৃত্যু হয়েছে, তা অবশ্য জানা যায়নি। উল্লেখ্য কয়েকদিন আগেই বড়দিনের সময় যুদ্ধবিরতির জন্য রাশিয়ার কাছে আবেদন করা হয়েছিল। যা কোনওভাবেই মানা হবে না বলে জানিয়ে দেয় মস্কো। তার পর থেকেই আক্রমণের তীব্রতা আরও বেড়েছে বলে ইউক্রেন প্রশাসন সূত্রে খবর।

চলতি বছরের ডিসেম্বরের গোড়ায় ইউক্রেনের বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলিকে টার্গেট করে রাশিয়া। মস্কোর হামলায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি। বর্তমানে অর্ধেক ইউক্রেন ডুবে গিয়েছে অন্ধকারে। এর পাশাপাশি বরফ পড়তে শুরু করেছে পূর্ব ইউরোপে। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের দাবি, সেই কারণেই নতুন করে কিভ দখলের ছক কষেছে রাশিয়া। প্রবল শীতে বিদ্যুৎ বিহীন অবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ চালাতে হলে ইউক্রেন বড়সড় সমস্যার মুখে পড়বে বলেই মনে করছেন তাঁরা।

শুক্রবার রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর ভিডিও বার্তা দেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। সীমান্তের পরিস্থিতি যে ভালো নয়, তা স্পষ্ট করে দেন তিনি। পাশাপাশি, পশ্চিমী দেশগুলির কাছে আরও উন্নত এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম চেয়েছেন তিনি। ইউক্রেনের সেনা কর্তাদের দাবি, আগামী বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারির আগেই যুদ্ধ শেষ করে ফেলতে চান রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন। কারণ ওই দিনই ইউক্রেন আক্রমণের বর্ষপূর্তি হবে। কিভ দখলের জন্য ২ লাখ সেনার একটি বাহিনীকেও তিনি ইউক্রেন পাঠাচ্ছেন বলে দাবি করেছেন তাঁরা। তবে রাশিয়ার সেনাবাহিনীকে রুখে দিতে পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে ইউক্রেনও। এর জন্য আমেরিকা-সহ পশ্চিমী দুনিয়ার কাছে আরও অস্ত্রশস্ত্র চেয়ে পাঠানো হয়েছে।

এই অবস্থায় তাৎপর্ণ মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের মস্তিষ্ক বলে পরিচিত আলেকজান্ডার ডুগিনকে। শুক্রবার একটি ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দেন তিনি। সেখানে ডুগিন বলেন, "হয় এই যুদ্ধে রাশিয়া জিতবে, নয় তো দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। এই যুদ্ধ শুধু রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে হচ্ছে এমনটা নয়। এই লড়াই আসলে হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের দাদাগিরির বিরুদ্ধে।"

রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে ক্রিসমাস মার্কেটে বরফ স্কেট করছেন মহিলারা।

আসছে ভিনগ্রহের প্রাণীরা? রিপোর্ট দিল পেন্টাগন

বিশেষ প্রতিনিধি: ভিনগ্রহের প্রাণীরা কী মাঝে মধ্যেই চলে আসছে এই পৃথিবীর কাছে? অথবা নীল গ্রহে নজরদারিতে পাঠাচ্ছে উড়ন্ত চাকি বা ইউএফও? জোরদার তদন্তে নেমেছে পেন্টাগন। গত কয়েক বছরে একাধিক ইউএফও-র সন্ধান মিলছে। ইউএফও রহস্য সমাধানে আকাশে নজরদারি চালাতে নতুন ট্র্যাকিং অফিস তৈরি করেছে পেন্টাগন। মার্কিন প্রতিরক্ষার বিভাগের সদর দফতরে গত জুলাই মাসেই তৈরি করা হয় অল-ডোমেন অ্যানোমালি রেজোলিউশন অফিস। সামনে এসেছে পেন্টাগনের এই মিশনের প্রথম রিপোর্ট। মার্কিন সেনা সূত্রকে উদ্ধৃত করে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের দাবি, প্রচুর ইউএফও-র অস্তিত্ব ধরা পড়েছে তাদের রাডারে। ইউএফও-র সঙ্গে ভিনগ্রহের প্রাণীর যোগ পুরোপুরি উড়িয়ে দেয়নি পেন্টাগন।

ইউএফও-র খোঁজ মিললেও, কোথা থেকে তারা আসে সেই রহস্যের উত্তর এখনও বিশ বাঁও জলে। তবে, এখনও পর্যন্ত কোনও ইউএফও পৃথিবীতে অবতরণ করেছে বা ভিন গ্রহের প্রাণীরা এই গ্রহণ ঘুরে গিয়েছে এমন প্রমাণ মেলেনি বলেই জানিয়েছেন মার্কিন সামরিক বিভাগের এক কর্তা। আকাশে হোক বা মহাকাশে এমনকী জলের তলাতে গিয়েও তারা এই ইউএফও-রহস্য সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে দাবি মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতরের কর্তার। মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতরের গোয়েন্দা এবং নিরাপত্তা বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি রোনাল্ড মল্টরি জানিয়েছেন, তাঁদের তদন্ত এখনও পর্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। তবে, এখনও পর্যন্ত ভিন গ্রহ থেকে এই ইউএফওগুলি এসেছে এমন প্রমাণ তাঁদের হাতে আসেনি বলেও জানিয়েছেন তিনি। গত কয়েক বছরে পৃথিবীর আকাশে শতাধিক রহস্যজনক উড়ন্ত চাকির সন্ধান মিলেছে বলে দাবি। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা ২০২১ সালের জুনে এক বিবৃতিতে জানায় ২০০৪ সাল থেকে ১৭ বছরে ১৪৪টি ইউএফও-র সন্ধান পেয়েছেন তাঁরা। এর মধ্যে ৮০টি ইউএফও-র অস্তিত্ব একাধিক রাডারে ধরা পড়েছে। আমেরিকার ফাইটার পাইলটরাও ইউএফও দেখেছেন বলে একাধিক বার দাবি করেছেন। এই নিয়ে তদন্ত করছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসাও। ৫০ বছরেরও বেশি সময়ে এই প্রথম ইউএফও সংক্রান্ত প্যানেল অনুষ্ঠিত হবে মার্কিন কংগ্রেসে।

ইউএফও-র সঙ্গে ভিনগ্রহের প্রাণীর যোগ পুরোপুরি উড়িয়ে দেয়নি পেন্টাগনের তদন্ত সংস্থা। পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনও গ্রহে প্রাণের সন্ধানে তাদের তদন্ত চলবে। অনেকেই বলছেন মার্কিন সরকারের কাছে যা তথ্য রয়েছে তার থেকে অনেক বেশি ইউএফও নজরে এসেছে। ২০২১ সালের পর নজরে আসা ইউএফও নিয়ে এই বছরের শেষেই রিপোর্ট প্রকাশ করবে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা।

সর্বনাশ! সমুদ্র সৈকতে ঘুরে বেড়াচ্ছে 'ভিনগ্রহী'

বিশেষ প্রতিনিধি: সমুদ্র সৈকতে ঘুরছে বিশালাকার মাকড়সার দল! কারোর দাবি, এটা মাকড়সা নয়, এলিয়ন চলে এসেছে। এমন ছবি দেখে অনেকেই ঘাবড়ে যাবেন। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকাজুড়ে ভাইরাল হয়েছে এই ছবিটি। আর এই ছবি ঘিরে বিভিন্ন পোস্ট ঘুরছে। সেখানে বিভিন্ন রকম দাবি করা হয়েছে। কিন্তু আদতে বিষয়টা কিন্তু তেমন নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়েস্টার্ন কেপের বাসিন্দা ৬২ বছর বয়সী কৃষক জ্যান ভর্স্টার সম্প্রতি স্থানীয় স্টিল বে-এর সমুদ্র সৈকতে কিছু ছবি তুলেছেন।

তিনি ভাবতেই পারেননি যে তাঁর ছবিগুলি এত ভাইরাল হয়ে উঠবে। কারণ, ছবিটি তিনি এমন ভাবে তুলেছেন, যে কেউ ভাবছেন বড় বিশালাকার মাকড়সার দল সমুদ্র সৈকতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার কেউ ভাবছেন এলিয়ন এসেছে। কিন্তু আদতে, এমন কিছু হয়নি। জ্যান সমুদ্র সৈকতে থাকা অ্যালোভেরা জাতীয় গাছগুলির ছবি তুলেছিলেন। এমনভাবে ছবি তুলেছিলেন, যে প্রথমে দেখলে যে কেউ এটাকে মাকড়সা ভাববে। অ্যালোভেরা খুবই উপকারী একটি গাছ। ওই এলাকায় অ্যালোভেরা গাছগুলি মরে শুকিয়ে গিয়েছিল। জ্যান যখন গাছগুলিকে এই অবস্থায় দেখেন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং গাছ বাঁচানোর বিষয়ে মানুষকে সচেতন করার কথা ভেবে ছবিগুলি তোলেন। তিনি ভেবেছিলেন, এটা দেখে সকলে গাছে বাঁচানোর

গুরুত্ব বুঝবে। কিন্তু ঘটল সম্পূর্ণ উল্টো। ছবি দেখে সকলে অন্য কিছু ভাবতে থাকেন। বিভিন্ন দাবি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতে থাকে এই ছবি। বিভিন্ন গ্রুপে বিভিন্ন রকম দাবি হতে থাকে ছবিটিকে ঘিরে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন ফেসবুকে গ্রুপে ছবিটি ছড়িয়ে যায়। ফেসবুকে ছবিটি শেয়ার হয়েছে ৫৩ হাজারেরও বেশি বার। কেউ লিখেছেন, মাকড়সা কেউবা দাবি করেছেন এলিয়ন। কিন্তু আদতে গাছের ছবি, তা ঘিরেই একরাশ ভুয়ো গল্প ছড়াচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে।

নরকের দ্বার! সাইবেরিয়ায় ১০০ ফুট গভীর রাক্ষুসে গহ্বর

বিশেষ প্রতিনিধি: ১০০ ফুট গভীরতার বিশাল সিঙ্কহোল দেখা গেল রাশিয়ায়। রাক্ষুসে এই গহ্বরের নাম স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে দেওয়া হয়েছে 'নরকের দ্বার'। সাইবেরিয়ায় একটি খনির বিশাল অংশ ধসে গিয়ে এই গহ্বর তৈরি হয়েছে। এই ঘটনায় কোনও প্রাণহানির খবর নেই। কারণ এই পরিণতি আশঙ্কা করে ওই এলাকা থেকে জনবসতি নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে ফেলা হয়েছিল।

সাইবেরিয়ার তস্তগোল জেলায় রাস্তা এবং বাড়িগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলার মূল রাজপথ আটকে দেওয়া হয়েছে। বন্ধ রাখা হয়েছে বাস পরিষেবাও। কুঝবাস শিল্প তালুকের শেরেগেশস্কি খনিতে কাজও বন্ধ রাখা হয়েছে এই সিঙ্ক হোল তৈরির পরে। জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে এই সিঙ্ক হোল বুজিয়ে ফেলা হবে। রুশ সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, শেরেগেশ স্কি রিসর্টের কাছেই এই সিঙ্ক হোল তৈরি হয়েছে। রাশিয়ার এই পর্যটনকেন্দ্র খুবই জনপ্রিয়। বার্ষিক স্যুইমস্যুট স্কিয়িং কম্পিটিশনের জন্য এই স্কি রিসর্ট বেশ আলোচিত ও চর্চিত।

বিবিধ

'দুয়ারে সরকার' ভারতবন্দিত বিজেপির হাতিয়ার ভোঁতা

বিশেষ প্রতিনিধি: মাত্র তিন বছরের মধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের প্রকল্প 'দুয়ারে সরকার' জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে গিয়েছে। ২০২২ সালে ভারত-সেরা প্রকল্পের তকমাও ছিনিয়ে নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিচারে। অর্থাৎ তৃণমূল সরকাররে প্রকল্পকে কার্যত স্বীকৃতি দিয়েছে বিজেপির সরকার।

দুয়ারে সরকারের কেন্দ্রীয় স্বীকৃতি প্রাপ্তির পর থেকেই তাই রাজ্য রাজনীতিতে প্রশ্ন উঠে পড়েছে, এবার কি করবে বঙ্গ বিজেপি? কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যখন মেনে নিচ্ছে রাজ্যের দুয়ারে সরকার ভারত সেরা প্রকল্প এবং এটা একেবারে ইউনিক একটা প্রজেক্ট, তখন রাজ্য বিজেপির বিরোধিতা কি ধোপে টিকবে। সোমবার কেন্দ্রের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের তরফে স্বীকৃতি আসার পর তৃণমূল যেমন যার পর নাই খুশি, তেমনই বঙ্গ বিজেপিকে বিঁধতেও তারা ছাড়েনি। তৃণমূল প্রতিক্রিয়া যা জানিয়েছে, তার সারবস্তু হল এই পুরস্কার বিরোধীদের মুখ বন্ধ রাখবে। তৃণমূল যে কাজে বিশ্বাস রাখে, এটা তার প্রমাণ। তাই বিরোধীদের সমালোচনা ধোপে টেকে না।

তৃণমূলের দাবি, রাজ্যের সরকার যে কাজ করছে, তা বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে স্বীকৃতি আসছে। রাষ্ট্রপুঞ্জও স্বীকৃতি দিয়েছে, বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থাও রাজ্যের প্রকল্পকে বেছে নিয়ে সেরার সেরা প্রকল্প হিসেবে। তারপর ভারত সরকারও তা মেনে নিয়েছে। প্ল্যাটিনাম অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করেছে রাজ্যকে। তৃণমূলের সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায় এরপর বলেন, রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে ইউনিসেফ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা মেনে নিয়েছে রাজ্যের কৃতিত্ব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সব প্রকল্প চালু করেছে তা সমাদর পেয়েছে আন্তর্জাতিক স্তরে। এরপর দুর্মুখদের কিছুদিন চুপ করে থাকা উচিত। সমালোচনা বন্ধ করে কিছুদিন এবার বিশ্রাম নিক বিরোধীরা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প দুয়ারে সরকার ভারতবন্দিত হয়েছে। এবার বিশ্ববন্দিত হবে। এর আগে কন্যাশ্রী থেকে শুরু করে সবুজ সাথী ও এগিয়ে বাংলা, ঐক্যশ্রী-সহ বিভিন্ন প্রকল্প বিশ্বের দরবারে সমাদৃত হয়েছে। দুয়ারে সরকারের জনপ্রিয়তা এমনভাবেই বাড়ছে ফের এই প্রকল্পও আদায় করে নেবে বিশ্বস্বীকৃতি।

কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের পক্ষ থেকে সেরা পাবলিক ডিজিটাল প্লাটফর্ম হিসেবে পুরস্কার পেল বাংলার দুয়ারে সরকার প্রকল্প। কেন্দ্রের তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের পক্ষ থেকে আগামী ৭ জানুয়ারি দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে বাংলার তৃণমূল সরকারকে পুরস্কৃত করবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। ২০২০ সালের ১ ডিসেম্বর রাজ্যে শুরু হয় এই পরিষেবা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুয়ারে সরকারকে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে সেরা পাবলিক ডিজিটাল প্লাটফর্ম হিসেবে। এই প্রকল্পটি চলে রিয়েল টাইম আপডেটের ভিত্তিতে। যে কেউ চাইলে নির্দিষ্ট পোর্টাল থেকে দুয়ারে সরকারের সমস্ত তথ্য পেতে পারবেন। কিছুদিনের মধ্যে একটি অ্যাপও আনা হচ্ছে। দুয়ারে সরকারের সেই অ্যাপও ডিজিট্যাল প্রযুক্তি মাধ্যমে ঝড় তুলবে বলে বিশ্বাস তৃণমূল সরকারের।

ভারতের বুকে ডিজিট্যাল প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ এই প্রথম। প্রথম এই উদ্যোগ নিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরকারের হিসেব অনুযায়ী এখন পর্যন্ত ৬.৬ কোটি মানুষকে দুয়ারে সরকার পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। রাজ্যজুড়ে এখন পর্যন্ত ৩ লক্ষ ৬১ হাজার দুয়ারে সরকারের ক্যাম্প হয়েছে।

তৃণমূলে 'সিঁদুরে' মেঘ' পঞ্চায়েতে

প্রথম পাতার পর

আগামী পঞ্চায়েত ও পুরভোটের আগে এবং দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রাক্কালে দলীয় সভা থেকে এই বার্তা দেন অরূপ রায়ও। তিনি বলেন, মানুষের কাজ করতে হবে আর স্বচ্ছতা রাখতে হবে। তিনি বলেন, তৃণমূলে কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই। ২০২১-এর নির্বাচনের আগে অনেকেই দলকে হারানোর জন্য অন্য দলে চলে গিয়েছিলেন। তাঁরা দলের কোনও ক্ষতি করতে পারেননি। বরং দলের ফল অনেক ভালো হয়েছে। দলছুটেরা যে দলের কোন ক্ষতি করতে পারে না নির্বাচনের ফলাফল তা প্রমাণ করে দিয়েছে। একুশের নির্বাচনে বাংলার মানুষ একবার প্রমাণ করে দিয়েছেন। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনেও বাংলার মানুষ প্রমাণ করবেন তৃণমূল কংগ্রেসই একমাত্র দল যে বাংলাকে চালাতে পারে, বাংলার মানুষের পাশে থাকতে পারে, বাংলার উন্নতি করতে পারে। পঞ্চায়েত ভোটে তাই তৃণমূলের পাশেই থাকবে বাংলার মানুষ। পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এবং জেলা নেতৃত্বের কাছে তা সঠিক সিদ্ধান্ত বলেই মনে করছে।

নীচের তলার কিছু নেতা তাঁদের অস্বচ্ছতা ও দুর্নীতিমূলক কাজ দিয়ে দলের বদনাম করছে। যাঁরা কাজ করছে না, তাঁদের বিরুদ্ধে দলের পক্ষ থেকে যে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তা সঠিক সিদ্ধান্ত। এই ধরনের অভিযোগ থাকলে তা দলকে জানালে, দল তার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে বলে জানাচ্ছেন নেতারা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১১ বছরে যে উন্নয়ন করেছেন তাঁর উন্নয়নকে সামনে রেখে বাংলার মানুষ আগামী ৫০ বছর তৃণমূলকে ক্ষমতায় রেখে দেবে বলে বিশ্বাস তাঁদের।

তৃণমূল-বিজেপির সব 'সেটিং'

প্রথম পাতার পর

পরদিন পূর্বাঞ্চলীয় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে অমিত শাহ নবান্নে ১৪ তলায় তাঁর ঘরে যান। দীর্ঘ ২০ মিনিট তাঁদের একান্তে আলোচনা হয়। তারপরই রাজ্য রাজনীতিতে উঠে পড়ে গোপন আঁতাত-তত্ত্ব। এর আগে দিল্লি সফরে গিয়েও তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকের পরও গোপন আঁতাতের প্রসঙ্গে উঠেছিল। এবারও তার অন্যথা হল না। বিজেপি কৌশলী বার্তায় বিষয়টি এড়াতে না পেরে এই গোপন আঁতাতের তত্ত্বকে সৌজন্যের রাজনীতিতে বদলে দিতে চাইছে। বিজেপি সাফ জানিয়ে দিয়েছে নবান্নে শাহ-মমতার একান্ত বৈঠক আসলে সৌজন্যের। এতে অস্বস্তির কোনও করাণ নেই। বরং এটা না হলেই অস্বস্তি হত। বিজেপির রাজ্য নেতারা ব্যাখ্যা করেন, তারা রাজনৈতিক সৌজন্যে বিশ্বাস করেন। মমতা-শাহ বৈঠকের পরই সিপিএম ও কংগ্রেস আসরে নেমে পড়েছে। তাদের অভিযোগ, বিজেপি ও তৃণমূলের গোপন আঁতাত আবার প্রকট হয়ে পড়ল। আগের দিন অমিত শাহ কৌশল করেই বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক করেছিলেন। তা ছিল লোকদেখানো। অমিত শাহ যদি বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক না করে শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করেই দিল্লি ফিরে যেতেন, তবে বিরোধীরা আরও জোরদার গোপন আঁতাতের তত্ত্ব খাঁড়া করত। কিন্তু অমিত শাহ রাতেই কলকাতায় নেমে বঙ্গ বিজেপির সঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠক করে সেই অস্বস্তি এড়ানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু অস্বস্তি তিনি এড়াতে পারেননি। যেমন এড়াতে পারেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তাই তো বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের সেটিংয়ের তত্ত্ব খাঁড়া করে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে প্রচারে ঝড় তুলতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন আইমার মতো জনপ্রিয় সংগঠন। তারা মমতা-বিজেপির এই গোপন আঁতাতের বিষয়টি সামনে এনে সংখ্যালঘুদের বার্তা দিতে চাইছেন। বার্তা দিচ্ছেন, তৃণমূল আপনাদের প্রকৃত বন্ধু নয়।

'টোটকা' আইমা সুপ্রিমোর

প্রথম পাতার পর

মত আইমা সম্পাদকের। এই প্রসঙ্গে মতুয়াদের সঙ্গে মুসলমান সমাজের তুলনা করেন তিনি। মাত্র ২ শতাংশ হবার পরেও তারা সবরকম সরকারি সুযোগ সুবিধা পায়। অথচ এই বাংলায় ৩৩ শতাংশ জনসংখ্যা থাকার পরেও মুসলমানরা কিছু পাচ্ছে না কেন? কেন তাদের এমএলএ-এমপির সংখ্যা এত কম? প্রশ্ন তোলেন তিনি। বলেন, মুসলমান আজ বহু ভাগে বিভক্ত। ভাবনার দিক দিয়ে তারা টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। এমনকী সিলসিলার দিক দিয়েও তারা বহুধা বিভক্ত। ফলে তারা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছে না। তাই নিজেকে বদলাতে হবে, তবেই বদল হবে সমাজের। মত আইমার কর্ণধারের। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে গিয়েছে। একুশের বিধানসভা নির্বাচনের সময় তৃণমূল নেতাদের অধিকাংশ বিজেপির দিকে ঝুঁকে ছিল। সরকার ঘুরে গেলেই তারা পাল্টি খেত। কিন্তু মুসলমানরা ২৭ শতাংশ ভোট দিয়ে তৃণমূলকে জিতিয়ে দেয়। তারপরেও তারা শূন্য হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মন্তব্য আইমা প্রধানের। তাঁর বক্তব্য, প্রশ্ন করতে শিখুন আর নিজেদের অধিকার বুঝে নিন। আর তাতেও কাজ না হলে সরকারকে একটু শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করুন আগামী পঞ্চায়েত ভোট থেকেই। এদিনের এই জন সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা আইমার অবজার্ভার হাজি জামশেদ আলি-সহ ওই জেলায় সংগঠনের নানা স্তরের নেতৃত্ব এবং সদস্যরা।

রহস্যের বেড়াজাল

প্রথম পাতার পর

খড়গপুর আইআইটির গবেষকরা জানান, "আমাদের প্রধান আগ্রহ ছিল পৃথিবী গ্রহটি কীভাবে গঠিত হয়েছিল, তা জানা। এই গবেষণায় উদ্বায়ী উপাদানের প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ তাঁরা বলেন, সালফার, সোডিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ এবং লোহা কামারগাঁও উল্কাপিণ্ডে পাওয়া গিয়েছে, তা জীবনের উৎপত্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে ব্যাখ্যা করেছেন ভূপদার্থবিদ্যা বিভাগের সুজয় ঘোষ।

ধর্ষকদের মুক্তি কীসের ভিত্তিতে?

প্রথম পাতার পর

অথচ অপরাধীদের ছাড়ার বিষয়ে নানা মন্তব্যে তাদের দ্বিচারিতাই প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা।

২০০২ সালে গুজরাটে একচেটিয়া মুসলিম নিধনযজ্ঞ চালায় উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। সেই সময় অন্তঃসত্ত্বা বিলকিস বানোকে ধর্ষণ করে তাঁর পরিবারের সদস্যদের খুন করে একদল উগ্রবাদী। বিচারে তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। কিন্তু চলতি বছরের ১৫ আগস্ট ১৯৯২ সালের সাজা মকুবের নিয়মের আওতায় ধর্ষকদের মুক্তি দেয় গুজরাট সরকার। আর তাতে পূর্ণ সমর্থন ছিল কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের। এরই পাশাপাশি বিলকিস বানো তাঁর আইনজীবী শোভা গুপ্তার মাধ্যমে ধর্ষকদের রেহাই দেওয়ার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন। সম্প্রতি তাঁর সেই আবেদন খারিজ করে দেয় সর্বোচ্চ আদালত। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আদালতের নির্দেশে হিন্দুত্ববাদীদের পক্ষে যেভাবে একটার পর একটা সিদ্ধান্ত চলে যাচ্ছে, তাতে দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভরসা উঠে যাবে আদলতের ওপর থেকে। উদাহরণ হিসাবে তাঁরা তুলে ধরছেন বেশ কিছু বিষয়কে। প্রথমে বাবরি মসজিদের জায়গা হিন্দুদের দিয়ে দেওয়া,(অথচ মসজিদ ভাঙার জন্য আজ পর্যন্ত কেউ শাস্তি পায়নি।) তারপর গুজরাট দাঙ্গায় অভিযুক্ত নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহকে ক্লিনচিট দেওয়া এবং সবশেষে বিলকিসের করা খুনি-ধর্ষকদের মুক্তির সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে বলে অভিমত তাঁদের। তাঁদের আরও সংযোজন, পৃথিবীর কোনও সভ্য দেশে খুন ও ধর্ষণ করার পর মুক্তিপ্রাপ্ত অপরাধীদের ফুল-মিষ্টি দিয়ে বরণ করার কোনও নজির নেই। চূড়ান্ত মুসলিম বিদ্বেষী উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ খুনি-ধর্ষকদের বীরের সম্মান দিয়ে দেশের সম্মানকেই ভূলুণ্ঠিত করেছে বলে অভিযোগ তাঁদের। যার সম্পূর্ণ দায় গুজরাট সরকার এবং তাদের মদদদাতা মোদী-শাহদের। মত সমাজের বিশিষ্টজনদের।

মমতার এক চালে মাত বিজেপি!

প্রথম পাতার পর

কেননা বিজেপির বিরুদ্ধে কেন্দ্রের বঞ্চনার যে অভিযোগ আনছে তৃণমূল, তা ভোঁতা করতে এবং দুর্নীতি ইস্যুকে আরও শক্ত করতে নতুন এই অবস্থান নিয়েছে বা বলা যায় অবস্থান বদল করেছে।

তবে এতদিন একশো দিনের কাজের টাকা নিয়ে বাংলাকে বঞ্চনা করেছে বিজেপি, তা যেমন প্রকট হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে, তেমনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচারে পিছু হটেই যে তাদের অবস্থান বদল করতে হচ্ছে তা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবাস যোজনার টাকা ও একশো দিনের কাজের টাকা বাংলায় আনতে এতদিন কেন্দ্রের কাছে বহু অনুনয়-বিনয় করেছেন। বারবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শরণাপন্ন হয়েছেন। তারপর আবাস যোজনার টাকা বরাদ্দ হয়েছে, কিন্তু একশো দিনের কাজের টাকা পাননি বাংলার শ্রমিকরা।

এবার তাই বিধানসভার প্রতিনিধিদল কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীদের কাছে পাঠানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল রাজ্যের তরফে। এই প্রতিনিধি দল নদী ভাঙন এবং একশো দিনের কাজের টাকা নিয়ে দরবার করার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দলের রাজ্য সভাপতিকে নিয়ে সটান চলে যান দরবার করতে। শুভেন্দুদের এই দরবারের আসল উদ্দেশ্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূলের কাছ থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রচারের হাতিয়ারকে ভোঁতা করে দেওয়া। কেননা টাকা আটকে রাখলে হিতে বিপরীত হবে তা বুঝতে পেরে গিয়েছেন শুভেন্দু-সুকান্তরা। রাজ্য একশো দিনের টাকার হিসেব দেয়নি তারপর দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বরাদ্দ বন্ধ করে রাখে কেন্দ্র। কিন্তু বরাদ্দ বন্ধ করতে গিয়ে বাংলার মানুষের কাছে বিশ্বাস হারাতে বসেছে বিজেপি। তাই এখন রাজ্য বিজেপি মনে করছে টাকা আটকে রাখলে হিতে বিপরীত হতে পারে। রাজ্য যেভাবে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিমাতৃসুলভ আচরণের প্রচার করছে, তাতে বুমেরাং হতে পারে গ্রামীণ ভোটে। তাই রাজ্য বিজেপি মনে করছে, এখন কেন্দ্র যদি টাকা ছেড়ে দেয়, তবে পঞ্চায়েত ভোটের আগে তারা পাল্টা চাপ দিতে পারবে তৃণমূল সরকারকে। সেজন্যই অবস্থান বদল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবাস যোজনার টাকা বের করে নিতে সমর্থ হয়েছেন। তারপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুয়ারে সরকারকে সেরার স্বীকৃতি দিয়ে পুরস্কৃত করতে চলেছে কেন্দ্র। এবার যদি নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহদের সঙ্গে বৈঠক করে রাজ্যের বরাদ্দ আদায় করে নেন মমতা, তাহলে বিজেপির পরিকল্পনা মাঠে মারা যাবে। তাই বিজেপি আবার অবস্থান বদল করে নতুন চাল চালতে চাইছে রাজ্যে পঞ্চায়েতের আগে। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে নালিশের পর নালিশ করে গেলেও, একশো দিনের কাজের টাকা নিয়ে এখন নমনীয় শুভেন্দুরা! কেননা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচার পরিকল্পনার কাছে শুভেন্দুর ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গিয়েছে। তাই আবাস যোজনার টাকা দিয়ে যেমন রাজ্যের দুর্নীতিকে সামনে আনা গিয়েছে, তেমনই একশো দিনের কাজেও রাজ্যের দুর্নীতিকে সামনে এনে ফায়দা তুলতে চাইছে বিজেপি।

১০ দফা দাবি নিয়ে ডেপুটেশন পাঁশকুড়া ব্লক আইমা ইউনিটের

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১৬ ডিসেম্বর শুক্রবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া ব্লকের অন্তর্গত প্রতাপপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ১০ দফা দাবি নিয়ে ডেপুটেশন জমা দিলেন আইমার সদস্যরা। প্রসঙ্গত, রাজ্যে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর স্বৈরাচারী মানসিকতা নিয়ে কাজকর্ম চালাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস, এমনটাই অভিযোগ আইমা নেতৃত্বের। দুর্নীতি, স্বজনপোষণ-সহ একাধিক অভিযোগে বিদ্ধ তারা। বিশেষ করে পঞ্চায়েত অঞ্চলগুলোতে ঘুঘুর বাসা তৈরি হয়েছে বলে জনান আইমা নেতৃত্ব। তাই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন বলে জানিয়েছেন তাঁরা। পাশাপাশি যে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে সেই বিষয়ে কাজ না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে আইমা, এমনই হুঁশিয়ারি তাঁদের।

রাস্তাঘাট সংস্কার, পথবাতি, স্বচ্ছ পানীয় জলের ব্যবস্থা, একশো দিনের কাজ, বার্ধক্য-বিধবা-প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার দুর্নীতি রুখতে কড়া ব্যবস্থা-সহ একাধিক দাবিপত্র সম্বলিত ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে আইমার পাঁশকুড়া ব্লক ইউনিটের পক্ষ থেকে। প্রসঙ্গত, রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আর বেশি দেরি নেই। এসএসসি, টেট, কয়লা কেলেঙ্কারি-সহ একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে লেজে-গোবরে অবস্থা শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের। সেই সুযোগে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি জনগণের সামনে তুলে ধরার পাশাপাশি পঞ্চায়েত নির্বাচনেও লড়াই করবেন আইমা সমর্থিত প্রার্থীরা। সেই উদ্দেশ্যেই কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন আইমার কর্মীরা। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন আর শাসকদলকে ব্যাকফুটে সরিয়ে দেওয়াই তাই লক্ষ্য আইমার সৈনিকদের। তবে অন্যায়ভাবে নয়। ভোটের ময়দানে শাসকদলের ভণ্ডামি আর দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলেই তাঁরা লড়াই করবেন বলে জানিয়েছেন। এদিনের ডেপুটেশন তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পঞ্চায়েত সদস্যদের সতর্ক করে দেওয়ার রাজনৈতিক পন্থা বলে মনে করা হচ্ছে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পাঁশকুড়া ব্লক আইমা ইউনিটের পদাধিকারীরা।

মহিষাদল ব্লকে বুথভিত্তিক নক-আউট মিনি ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: শরীরচর্চা প্রতিটি মানুষের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় একটি দিক। আজকাল চিকিৎসকরা রোগী থেকে সুস্থ— প্রায় সকল মানুষকেই শরীরচর্চা করার জন্য পরামর্শ দেন। কারণ, শরীরচর্চার মধ্যে লুকিয়ে আছে রোগমুক্তির উপাদান, সুস্থভাবে বেঁচে থাকার রসদ। আর এই শরীরচর্চা যদি হয় খেলাধূলার মধ্যে দিয়ে, তাহলে তো কথাই নেই। কারণ, যাঁরা খেলাধূলার সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তাঁদের আলাদা করে শরীরচর্চা করার প্রয়োজন হয় না। তাই এই খেলাধূলার চর্চা যত বাড়বে, মানুষ ততই সুস্থ-সুন্দর জীবন কাটাতে পারবে। আর এই খেলাধূলার বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহ রয়েছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের। সংগঠনের নেতাকর্মীরা সবসময় খেলাধূলার চর্চাকে উৎসাহিত করে আসছেন। তাছাড়া আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান নিজেও একজন ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ। একটা সময় ক্রিকেট ব্যাট হাতে প্রচুর চার-ছক্কা হাঁকিয়েছেন। চুটিয়ে উপভোগ করেছেন এই খেলাটিকে। তাই খেলাধূলার প্রতি প্রথম থেকেই রয়েছে তাঁর অমোঘ আকর্ষণ। ফলে খেলাধূলার প্রতি উৎসাহ দেবার জন্য অনেক সময় তিনি নিজেই ছুটে যান বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে। যেমন

গেলেন গত মঙ্গলবার, ২০ ডিসেম্বর। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল ব্লকের অন্তর্গত বুথভিত্তিক দুই দিনের আমন্ত্রিত নক আউট মিনি ফুটবল প্রতিযোগিতায় উপস্থিত থেকে সারাক্ষণ উৎসাহ দিয়ে গেলেন খেলোয়াড়দের। তাঁর উপস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই খুশির হাওয়া বইছিল সমগ্র মাঠ ও আশপাশের পরিবেশজুড়ে। ফাইনালের জয়ী এবং পরাজিত দলকে ভাইজান নিজ হাতে ট্রফি ও চেক তুলে দেন। ভাইজানের হাত থেকে পুরস্কার পেয়ে অত্যন্ত খুশি দুটি দলের সদস্যরা। এদিনের পুরস্কার বিতরণী মঞ্চ থেকে ভাইজান ঘোষণা করেন, খেলাধূলার পাশাপাশি শরীরচর্চার জন্য যুবসমাজকে উৎসাহিত করা সকলের কর্তব্য। কেননা তারা সুস্থ থাকলে দেশ, সমাজ, পরিবার সবকিছুই সুস্থ থাকবে। তাই বছরে একটা সময় হলেও রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে একবার করে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা উচিত।

বাঙ্গালপুরে আইমার কর্মীদের নিয়ে প্রস্তুতিসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: যে কোনও সংগঠন চলে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে। কারণ, সিস্টেম ছাড়া পৃথিবীতে সবকিছুই অচল। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে জনপ্রিয় অরাজনৈতিক সংগঠন হল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। তবে আর পাঁচটা সাধারণ সংগঠনের থেকে আইমার কাজের পদ্ধতি আলাদা। ফলে সহজেই আইমাকে চিহ্নিত করা যায়। অঞ্চল, ব্লক, জেলা, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় স্তর মিলিয়ে আইমা পরিচালিত হয় একটি নির্দিষ্ট সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে। ফলে অন্তর্দ্বন্দ্ব বা গোষ্ঠী কোন্দলের কোনও বালাই নেই এখানে। তাছাড়া সংগঠনের কর্মীদের নিয়ে নিয়মিত বৈঠক করেন নেতৃত্বরা। চলে প্রস্তুতিসভাও। সম্প্রতি উলুবেড়িয়ার বাঙ্গালপুরে আইমার কর্মীদের নিয়ে এমনই একটি প্রস্তুতিসভার আয়োজন করা হয়েছিল। আগামী দিনে হাওড়া জেলায় আইমার নতুন জেলা কমিটি গঠিত হবে। সেই কারণেই এদিনের প্রস্তুতিসভার আয়োজন বলে জানা গিয়েছে। তবে শুধুমাত্র জেলা কমিটি গঠনের প্রস্তুতিসভা নয়, এদিন আলোচনা হয় আর একটি বিষয় নিয়ে। আগামী ২৫ ডিসেম্বর রবিবার বৈকুণ্ঠপুরে আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান হাওড়া জেলা আইমার কর্মীদের নিয়ে একটি সভা করবেন। সেই বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করেন উপস্থিত নেতৃবৃন্দ। আইমার কর্মিসভার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নজর থাকে সংগঠনের সম্পাদকের। অনেক সময় কর্মিসভা থেকেই ভাইজান দায়িত্ব তুলে দেন যুবদের হাতে। সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখে ও এদিন আলোচনা করা হয়।

নন্দীগ্রামে আইমার সাংগঠনিক আলোচনাসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ততা বাড়ছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের অন্দরেও। বিশেষ করে সাংগঠনিক পর্যালোচনা সভার ওপর জোর দিচ্ছেন আইমা নেতৃত্ব।

আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সংগঠন মজবুত করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সংগঠনের সৈনিকরা। কারণ, নির্বাচনে লড়াই করতে গেলে মজবুত সংগঠন ছাড়া সফল হওয়া সম্ভব নয়। ফলে সংগঠনের সামান্যতম ত্রুটি বিচ্যুতিও মেরামতের জন্য জোর দিচ্ছেন আইমার কাণ্ডারি। এই ত্রুটি মেরামতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে যেটা জরুরি, তা হল নিয়মিত সাংগঠনিক পর্যালোচনা সভার আয়োজন করা। সম্প্রতি আইমার তরুণ তুর্কি নেতা সেখ সাইফুদ্দিনের নেতৃত্বে নন্দীগ্রামে যুবদের নিয়ে আইমার এমনই একটি সাংগঠনিক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই আলোচনাসভা থেকে সংগঠনের বিভিন্ন বিষয় উঠে আসে। সংগঠনকে কীভাবে আরও বেশি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায় সে বিষয়ে মন্তব্য করেন কেউ কেউ। পাশাপাশি সবার মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে সংগঠনের কাজে লাগিয়ে দিলে সবারই উৎসাহ বাড়বে বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেন। সব মিলিয়ে একটি মনোগ্রাহী আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হল এদিন।

প্রতাপপুর দরবার শরিফের ঐতিহাসিক জলসা অনুষ্ঠিত হবে আর কিছুদিন পরেই। তার আগে জলসার প্রস্তুতি বিষয়ে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করেছিল মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা আইমা ইউনিট। সেখানে আইমার আদর্শে মুগ্ধ হয়ে সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করেন বেশ কয়েকজন।

তেরপেখ্যা নদীর পাড়ে আইমার স্থায়ী পতাকা উত্তোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন এখন একটা ব্র্যান্ড নাম। দলে দলে সাধারণ মানুষের এই সংগঠনের প্রতি অগাধ ভালোবাসা আজ সংগঠনকে একটা জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। তাছাড়া সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেবের মস্তিষ্ক প্রসূত ভাবনা আর আইমার সৈনিকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আইমা আজ মানুষের মনে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে। বিশেষ করে সামাজিক সচেতনতামূলক কাজে আইমার জুড়ি মেলা ভার। শুধু সামাজিক কাজই বা কেন, আর্থিক সহায়তা দান, অসুস্থ, দুঃস্থ, অসহায়দের পাশে দাঁড়িয়ে আইমা প্রমাণ করেছে দীর্ঘদিন ধরে মানুষের পাশে থাকতে এসেছে। কারণ, আইমার স্লোগান হচ্ছে, 'মানুষের পাশে মানুষের সাথে।' আর এই আপ্তবাক্যকে পাথেয় করেই ঝড়, বৃষ্টি, প্রবল ঠান্ডা উপেক্ষা করেও আইমার সৈনিকরা নিঃস্বার্থভাবে নিয়োজিত আছেন মানুষের সেবায়। আইমার সর্বভারতীয় সভাপতি হুজুর কেবলা আল্লামা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেবের দোয়ার বরকতে এবং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইচ্ছায় বহু অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলেন আইমার

যুব সম্পাদক হাজি আবদুল মাজেদ সাহেব। ছিলেন ওই অঞ্চলের আইমা নেতৃত্ব ছাড়াও অন্যান্য সদস্যরা।

বেহাল দশা স্কুলের, যে কোনও মুহূর্তে ঘটতে পারে বড় দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাঁশকুড়া পৌরসভার অন্তর্গত ১৭নং ওয়ার্ডের চাঁপাডালি প্রাইমারি স্কুলের জরাজীর্ণ অবস্থা দীর্ঘদিন থেকেই। বহুবার প্রশাসনের কাছে দরবার করেও কোনও সুরাহা হয়নি। স্কুলের টালির চালা খুলে পড়েছে। যে কোনও মুহূর্তে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। অথচ প্রশাসনের কর্তাদের কোনও হেলদোল নেই বলে অভিযোগ। এদিকে স্কুলের এই কঙ্কালসার অবস্থা দেখে অভিভাবকরা বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে ভয় পাচ্ছেন। কোনও দুর্ঘটনা ঘটে গেলে তার দায় কে নেবে? প্রশ্ন তাঁদের। এই অবস্থায় গত ২০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার ওই স্কুল পরিদর্শন করলেন পাঁশকুড়া পৌর আইমা ইউনিটের সদস্যরা। তাঁরা প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করেন। স্কুলের বেহাল দশা নিয়ে প্রশাসনের কাছে সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে কি না জানতে চান প্রধান শিক্ষকের কাছে। প্রধান শিক্ষক জানান, বহুবার স্কুল শিক্ষা দফতর, সিআই, এডিএম, ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর (স্কুল) এবং পাঁশকুড়া পৌরসভার প্রধানের কাছে এ বিষয়ে দরবার করা হলেও কোনও সুরাহা মেলেনি। তিনি আরও জানান,

২০০৬ সালে ২ লক্ষ টাকা এসিআর গ্রান্ট আসে স্কুলের জন্য। কিন্তু তারপর এই ১৬ বছরে আর কোনও সরকারি গ্রান্ট আসেনি। অথচ ২০১৬ সাল থেকে নিয়মানুযায়ী রাজ্য সরকাররের কাছে দরবার করে চলেছেন প্রধান শিক্ষক। যদিও ২০১৯ সালে আইমার পক্ষ থেকে তাঁরা এমএসডিপি গ্র্যান্ট পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। কিন্তু সরকারি সাহায্যের এক কানাকড়িও পাননি তাঁরা। প্রতিশ্রুতিই সার। অথচ দিনের পর দিন বিপদ মাথায় নিয়ে ক্লাস করতে হচ্ছে বাচ্চাদের। প্রশাসনের কাছে আবেদন করার পরও স্কুল মেরামতির ব্যাপারে কোনও সুরাহা পাওয়া যায়নি। পাঁশকুড়া আইমা ইউনিটের নেতৃত্বের অভিযোগ, প্রশাসনের নাকের ডগায় একটা সরকারি স্কুলের এরকম জরাজীর্ণ অবস্থা, কিন্তু সেটা সারানোর ব্যাপারে কারও কোনও হেলদোল নেই। স্থানীয় কাউন্সিলর বা নেতাদের ছেলেমেয়েরা যদি এই স্কুলে পড়ত, তবে স্কুলের অবস্থা এমন হত না বলে অভিমত তাঁদের। অবিলম্বে স্কুল মেরামতির ব্যবস্থা নিতে হবে সরকারকে, এই দাবি তোলেন তাঁরা।

দক্ষিণ মুড়াবোনিয়ায় আইমার সদস্যপদ গ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ব্লকের অন্তর্গত জোনপুট গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ মুড়াবোনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল আইমার সদস্যপদ গ্রহণের কর্মসূচি। একইসঙ্গে এদিন ওই অঞ্চলে অঞ্চল কমিটি গঠনের জন্য একটি প্রস্তুতিসভারও আয়োজন করা হয়। স্থানীয় মানুষ যাঁরা আইমার সদস্যপদ গ্রহণ করেন তাঁরা আইমার মতো সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে ধন্যবাদ জানিয়েছেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানকে। এদিনের এই বিশেষ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আইমার সম্পাদক মোজাম্মেল হোসেন, জেলা সদস্য সেখ সাইফুদ্দিন প্রমুখ। এছাড়াও ছিলেন ওই অঞ্চলের আইমা কর্মীরা।

গেঁওয়াডাব আইমা ইউনিটের উদ্যোগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বৃক্ষরোপণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন মানে শুধুই নিঃস্বার্থ সমাজসেবা নয়। নয় শুধুই মানুষের পাশে দাঁড়ানো। আইমার এই কাজগুলোর সঙ্গে জুড়ে থাকে সামাজিক দায়বদ্ধতা। সেই দায়বদ্ধতা থেকেই একটার পর একটা কর্মসূচির আয়োজন করেন আইমার সৈনিকরা। সেই কর্মসূচির মধ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং বৃক্ষরোপন কর্মসূচি একটা বড় জায়গা জুড়ে থাকে। বিশেষ করে এই ঠান্ডার মরশুমে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে যুব সমাজের মধ্যে উৎসাহ প্রদান করেন আইমা নেতৃত্ব। সেই ধারাকে সঙ্গী করেই এবার গত ২০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার হলদিয়া পুরসভার গেঁওয়াডাব আইমা ইউনিটের উদ্যোগে একটি একদিনের ১৬ দলীয় ফুটটেনিস প্রতিযোগিতার শুভ সূচনা করলেন সংগঠনের রাজ্য যুব সম্পাদক হাজি আবদুল মাজেদ সাহেব। এরই পাশাপাশি এদিন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিরও সূচনা করেন তিনি। এদিনের

এই মহতী কর্মযজ্ঞে আইমার রাজ্য যুব সম্পাদক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতা মারজেন হোসেন সাহেব, রাজ্য নেতা হাফিজুল খান সাহেব ও আফতাব আলি সাহেব এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দলগুলিকে অভিনন্দন জানান আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। প্রতিযোগিতার উইনার্স ও রানার্স দলকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজকে বার্তা দেওয়া হয় গাছ লাগানোর জন্য। কারণ, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রতিদিন যেভাবে কার্বন নিঃসরণ হয়, তাতে অদূর ভবিষ্যতে মানব সভ্যতা সংকটের মুখে পড়বে। আর এর থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় বেশি বেশি করে গাছ লাগানো। এদিনের কর্মসূচি থেকে বিশেষভাবে এই বার্তাই ছড়িয়ে দিলেন আইমা নেতৃত্ব।

বাড়উত্তর হিংলীতে অনুষ্ঠিত হল আইমার সাধারণ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী ২৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে আইমার যুব সম্মেলন। তার আগে হলদিয়া ব্লকের অন্তর্গত বাড়উত্তর হিংলী অঞ্চলে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছিল ওই অঞ্চলের আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে। হিন্দু-মুসলিম মিলিয়ে প্রায় ৩০০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভাটি সম্পন্ন হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট আইমা নেতৃত্ব ওসিআর রহমান। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মারজান হোসেন, মাহমুদ আলি, যুব নেতৃত্ব সাদ্দাম আলি খান, জেলা নেতৃত্ব সেখ কুতুবউদ্দিন প্রমুখ।

দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা
২৮ জমাদিউল আওয়াল ১৪৪৪ হিজরি ০ ২৩ ডিসেম্বর ২০২২ ০ ৭ পৌষ ১৪২৯ ০ শুক্রবার

বিচারের বাণী

কলেজিয়াম নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের যে বিবাদ তৈরি হয়েছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে কী হবে তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু কেন্দ্র সরকার যে তাদের অভিসন্ধিকে বাস্তবায়িত করার কাজে অনেকটাই এগিয়ে গেছে সে কথা ভুলে গেলে চলবে না। বিজেপি-আরএসএসের মতাদর্শে বিশ্বাসী কিছু বিচারপতি ইতিমধ্যেই বিচারব্যবস্থায় তাঁদের প্রভাব খাটাতে শুরু করেছেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট ও বিভিন্ন হাইকোর্টের একপেশে সিদ্ধান্তে এমনটা মনে হওয়ায় স্বাভাবিক।

গুজরাটে একতরফা মুসলিম নিধনযজ্ঞ চালানোর পর অভিযুক্তদের অনেকেই ক্লিনচিট পেয়েছে। গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে কিছুদিন আগেই ক্লিনচিট দিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। আরও জানিয়েছে এই ব্যাপারে তাঁদের বিরুদ্ধে নতুন করে আর অভিযোগ আনা যাবে না। এ পর্যন্ত জানার পরও মুসলিমরা কিন্তু দেশের শীর্ষ আদালতের ওপর থেকে ভরসা হারায়নি। কিন্তু এবার সেসব অতিক্রম করে সুপ্রিম কোর্ট ধর্ষকদের মুক্তির বিরুদ্ধে করা বিলকিস বানোর আবেদনই খারিজ করে দিল। আসলে শীর্ষ আদালতের ওপর মুসলিমদের ভরসাকে কোনও কোনও বিচারক হয়তো দুর্বলতা ভাবতে শুরু করেছেন। ফলে সংবিধানের ফাঁকফোকর খুঁজে জঘন্য অপরাধ করার পরও অপরাধীদের ছেড়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে করা আবেদন খারিজ করে দেওয়া হচ্ছে।

২০০২ সালে গুজরাট গণহত্যার সময় ১১ জন কাপুরুষ হিন্দুত্ববাদী ধর্ষকদের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন বিলকিস। তিনি যে অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, সে কথা জানার পরও তাঁকে রেহাই দেয়নি নপুংসকরা। তারপর গঙ্গা, পদ্মা, নর্মদা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি সরকার। তাদের অনুমতি সাপেক্ষে সংবিধানের দোহাই দিয়ে ধর্ষকদের মুক্তি দিয়েছে গুজরাট সরকার। 'ডবল ইঞ্জিন' সরকারের এই এক সুবিধা। অন্যায় জেনেও কেউ বাধা দেওয়ার থাকবে না। এদিকে মুক্তি পাবার পর ধর্ষকদের ফুল-চন্দন দিয়ে বরণ করে নিয়েছে চরম মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। তাদেরকে মিষ্টিমুখও করানো হয়েছে। যেন কত বড় বাহাদুরি করে তারা ফিরে এসেছে। কোনও সভ্য দেশে এমনটা হয়!

শীর্ষ আদালতে তাঁদের আবেদন খারিজ হয়ে যাবার পরেও বিলকিসের আইনজীবী শোভা গুপ্তা জানিয়েছেন, তাঁরা আদালত বা সংবিধানের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল। এখানেই একটা প্রশ্ন উঠে আসে। যে জঘন্য এবং ন্যক্কারজনক কাজ করার পরেও অপরাধীরা মুক্তি পায়, আর আদালত তাদের বিরুদ্ধে তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নিতে পারে না, সেই আদালতের ওপর কীভাবে ভরসা রাখা যায়? কিন্তু এরকম প্রশ্ন করা যাবে না। কারণ, এক শ্রেণির বিচারপতি মনে করেন আদালতের ভুল হতেই পারে না। তাছাড়া ভুল হোক বা ঠিক, আদালতের এক্তিয়ার বা সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার সাধারণ মানুষের নেই। অতএব বিলকিস বানোর আবেদন খারিজ হওয়াটা খুবই সাধারণ বিষয় হিসাবেই ধরতে হবে। কেননা দেশের আদালতগুলোতে 'বিজেপি-ভক্ত' আইনজীবীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তবু শতাংশের হিসাবে সংখ্যাটা কম বলেই বিজেপি এখন কলেজিয়াম সিস্টেমের ওপর হস্তক্ষেপ করতে চাইছে। যাতে অন্যান্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো এখানেও একশোভাগ নিজেদের লোক ঢুকিয়ে নিজেদের পক্ষে বিচারের বাণীকে নিশ্চিত করা যায়।

বাঙালি প্রশ্নে তথাকথিত 'সর্বভারতীয়' ন্যারেটিভ কেমন?

সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর বা পশ্চিম ভারতের বুদ্ধিজীবীদের কাছে এ ব্যাপারে আদৌ কোনও প্রত্যাশা নেই। প্রত্যেকেরই সীমাবদ্ধতা থাকে, তাঁদের একটা ন্যারেটিভ আছে, বাস্তবতা আছে। তার বাইরে তাঁদের যাবার কথা না। কখনও যানওনি। কিন্তু বঙ্গীয় সচেতন মানুষদের কাছে অবশ্যই প্রত্যাশা আছে যে, সর্বভারতীয় ন্যারেটিভকে তাঁরা প্রশ্ন করবেন, বাংলার প্রেক্ষিত যোগ করবেন, আলোচনা করবেন, তর্ক করবেন। নত মস্তকে মেনে নেবেন না। কিন্তু আজ পর্যন্ত দেখিনি আনন্দকে সমালোচনা করে কেউ বলেছেন, তাঁর অবস্থান আত্মঘাতী।

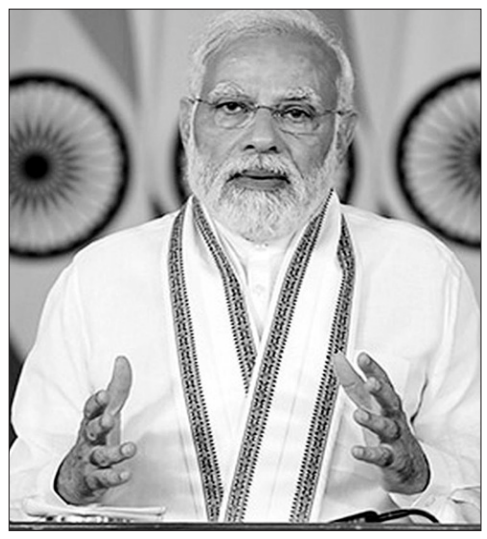

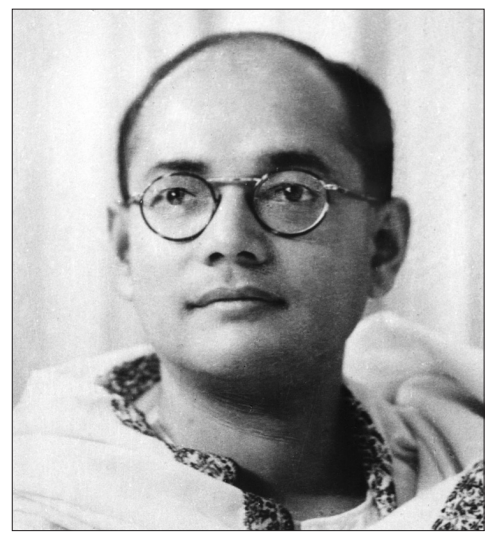

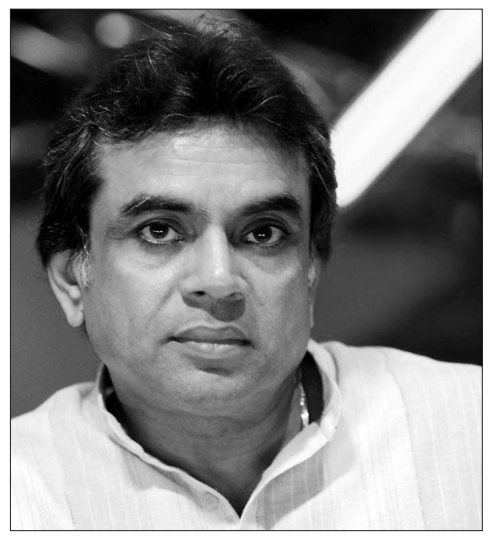

■ **ঘটনা এক**

এ বছরের গোড়ার দিকে মোদী এবং সুভাষ বসুকে নিয়ে আনন্দ পট্টবর্ধন যা লিখেছিলেন, বঙ্গানুবাদে তা এরকম, "মোদী এবং আরএসএস কেন সুভাষ বসুকে ভালোবাসে, ভালো করে বুঝে নিন! সুভাষ যখন হিটলারের সঙ্গে নীতিগত বোঝাপড়ায়, তখন আরএসএস আর হিন্দু মহাসভা তার সঙ্গে আদর্শগত বোঝাপড়া করে ফেলেছে। হিটলারের আশীর্বাদ নিয়ে সুভাষ আজাদ-হিন্দ-ফৌজে যাঁদের নিয়োগ করেন, তাঁদের বেশিরভাগই সেইসমস্ত ভারতীয় সেনাদের থেকে, যাঁরা জার্মান, ইতালিয়ান এবং জাপানিদের হাতে ধরা পড়েছিলেন। হ্যাঁ, তাঁদের অনেকেই নাৎসিদের পক্ষে যুদ্ধ করে মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু আরও, আরও অনেক বেশি ভারতীয় সৈন্য মারা যান নাৎসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।"

এতে তথ্য এবং বোঝাপড়াগত কিছু ভুল আছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় ব্যাপার হল, এই লাইনে বললে, তার ফলাফল কী হবে? আজাদ-হিন্দ-ফৌজ নাৎসিদের জন্য যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছিল, সুভাষ-আরএসএসের একরকম করে বোঝাপড়া ছিল, এ কথা বললে, বঙ্গে ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতা নিঃসন্দেহে লাটে উঠবে। আর মোদীই "হুঁ-হুঁ আমরাই বাবা প্রকৃত সুভাষপন্থী" বলে ক্ষীর খেয়ে বেরিয়ে যাবেন। কথাগুলো ঠিকও না, আমরা প্রতিনিয়ত বলি, সুভাষ কেমন বাটাম দিয়েছিলেন মহাসভাকে, সেটা বিশ্বাস করেই বলি। আনন্দবাবু ব্যাপারটা জানেন না বা এড়িয়ে গেছেন। যাইহোক, এই ব্যাপারে তাঁর লাইন বঙ্গীয় লাইন হতে পারে না। হলে বিপর্যয় সমাসন্ন। প্রসঙ্গত, কাছাকাছি লাইন নিয়েই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি 'ভারত ছাড়ো' ইত্যাদির সময় যে জমি হারায়, তা খুব সম্ভবত কখনওই আর ফেরত পায়নি। এমনকী লাইন বদলেও।

■ **ঘটনা দুই**

২০১৯ সালে এনআরসি নিয়ে যখন প্রথম দফার হট্টগোল শুরু হয়েছে, তিস্তা শেতলবাদ টেলিগ্রাফে একটা লেখায় তালিকা দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন, এনআরসির কারণে ৫৮ জন শ্রমজীবী মানুষ মারা গেছেন আসামে। তার মধ্যে ২৮ জন হিন্দু, ২৭ জন মুসলমান, একজন বোড়ো, একজন গোর্খা এবং একজন চা-উপজাতি। হিন্দু-মুসলমান-বোড়ো-গোর্খা-উপজাতি সবেরই হিসেব করেছিলেন, কেবল বাঙালি শব্দটা বাদ। অথচ আমরা সবাই জানি, বহু-বহুবার বলেছি, এনআরসি আস্ত বাঙালি জাতির পক্ষে চূড়ান্ত এক বিপদ—ধর্মনিরপেক্ষেতা।

■ **ঘটনা তিন**

ওই বছরই, রবীশ কুমার আসেন কলকাতায়। বক্তৃতা দিতে। সেখানে তিনিও বাঙালি বাদ দিয়ে এনআরসিকে স্রেফ হিন্দু-মুসলমানে নামিয়ে আনেন। লম্বা বক্তৃতা। তার অংশবিশেষ এরকম, "বাংলার লোক, যা শুনি, যেন এখনই এক ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্ধ হয়ে গেছে, আর ক্যাম্পের দেয়ালে যা লেখা আছে, সেই ভাষাই বলতে শুরু করেছে। যখন আমাদের দেশের আদরের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যে, যারা হিন্দু, জৈন, শিখ, খ্রিস্টান তাদের এনআরসি নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই, তখন তিনি একটা নাম বাদ দিয়ে যান। উনি বলতে পারতেন, যারা ভারতের মুসলমান, যারা এই দেশের মাটিতে জন্মেছে, খেলে বড় হয়েছে, এই মাটিতে শাহদত দিয়েছে, তাদের চিন্তা করার কারণ নেই। যারা বাংলাদেশের, তারা চিন্তা করতে পারে। আর আপনারা, পুরো বাংলা, বুঝতেই পারছেন না— এর প্রতিক্রিয়া কীভাবে দেবেন! কারণ বাংলায় বিবেকের আকাল আসছে। আপনারা এই সংকটটা বুঝুন। আপনারা যদি দেখতে না পান, তার কারণ পরিষ্কার, আপনারা দেখতে চান না। গান্ধী থাকলে এরকম হত? টেগোরের বাংলায় এরকম বলা সম্ভব ছিল যে, কেবল পাঁচটি ধর্মের লোকের চিন্তা করার কোনও কারণ নেই? ... মনে হয়, আপনারা কোনওদিন ইতিহাস পড়েননি, বা বই পড়েননি।"

এতেও নানারকম সমস্যা আছে। গোটা হিন্দু বাঙালি ইতিহাস বই পড়েনি বা আস্ত বাংলা এনআরসির পক্ষে চলে গেছে, এসব তো নয়ই, বরং ফুঁসছে। এরপরই বড়বড় মিছিল হয় বাংলায়। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, এনআরসি যে আস্ত বাঙালির সমস্যা, সেটা আদৌ না বোঝা। স্রেফ হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা নয়, সেটা না বোঝা। !! বাংলাদেশি তাড়ালে ঠিক আছে" —এটা বলা মানে, সমস্ত বাঙালিই যে স্রেফ বাঙালি বলেই সন্দেহের তালিকায়, সেটাকে অস্বীকার করা। দেশভাগ থেকে শুরু করে উদ্বাস্তু হবার আস্ত ইতিহাসটাই ঘেঁটে দিয়ে হিন্দু-মুসলমান মেরুকরণ করে মোদীর হাতে তাস তুলে দেওয়া। বস্তুত এরপর বাংলায় যে ভোট হয়, তার মূল মেরুকরণটা হিন্দু-মুসলমান লাইনে হয়নি, হয়েছিল বাঙালি-বহিরাগত লাইনে। অর্থাৎ রবীশ বা তিস্তার লাইন বাংলার ক্ষেত্রে ভুল ছিল, এটা আমরা সবাই জানি।

■ **ঘটনা চার**

এই ২০২২ সালের শেষে পরেশ রাওয়াল গুজরাতে একটি মন্তব্য করেন, মাছ-খেকো বাঙালিদের নিয়ে। পরে বলেন, বাঙালি বলতে উনি রোহিঙ্গা বুঝিয়েছেন। বাঙালি-বাংলাদেশি-রোহিঙ্গা এসব যে ওঁদের কাছে একই, বাঙালি মাত্রেই সন্দেহযোগ্য, তার এর চেয়ে ভালো উদাহরণ আর হয় না। ব্যাপারটা নতুনও না, অজানাও না, কৈলাশ বিজয়বর্গীয়ও চিড়ে খাওয়া নিয়ে একই রকম কথা বলেছিলেন। বাঙালি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। মহম্মদ সেলিম তো এফআইআর করেন। এবং এই সময়েই 'ফ্যাসিস্ট আরএসএস-বিজেপির বিরুদ্ধে বাংলা' মঞ্চ কলকাতায় একটি চলচ্চিত্রোৎসব করছিল। তার সূচিতে বাংলা সিনেমার অভাব চোখে লাগার মতো। পরে উৎসবের প্রচারপত্র হাতে আসে, তাতে ফ্যাসিবাদের বিবরণে বাঙালি শব্দটির উল্লেখমাত্র নেই। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর আঘাত নিয়ে একটি কথাও নেই। সংখ্যাগুরু, লঘু, নারী, শিক্ষা, নাগরিকপঞ্জি, জল-জঙ্গল-জমি, সবই আছে, বাঙালি নেই।

■ **ঘটনার পরে**

এখানে কাউকে খাটো করা হচ্ছে না। আনন্দ, তিস্তা, রবীশ সবাই তীব্রভাবে বিজেপির বিরোধিতা করে গেছেন। কেউ জেল খেটেছেন, কেউ চ্যানেল ছেড়েছেন। মঞ্চও তীব্রভাবেই বিজেপির বিরুদ্ধতা করেছে, যা যথেষ্ট কার্যকরীও হয়েছিল। কিন্তু তাতেও বক্তব্য বা ন্যারেটিভ নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে না, তা তো না। সেটুকুই করা হচ্ছে। এবং ন্যারেটিভ প্রসঙ্গে যা দেখা যাচ্ছে, এই যে বাংলার অবস্থাকে এড়িয়ে যাওয়া, বাংলাকে এড়িয়ে যাওয়া, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে এড়িয়ে যাওয়া, ভাষাকে এড়িয়ে যাওয়া, আগ্রাসনকে এড়িয়ে যাওয়া, এটা একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। একটা রাজনীতি। যাকে সর্বভারতীয়ত্বের রাজনীতি বলা যায়, দিল্লিমুখীনতাও বলা যায়। এই রাজনীতি, সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের পক্ষে যতটা সরব, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বা 'বাংলা' শব্দটা উচ্চারণে ততটাই নীরব। বঙ্গে এর একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছিল সংকটকালে, অর্থাৎ বিজেপি যখন বাংলায় ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছিল। বাঙালিত্বকে তখন আয়ুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। এখন প্রয়োজন মিটে গেছে।

উত্তর বা পশ্চিম ভারতের বুদ্ধিজীবীদের কাছে এ ব্যাপারে আদৌ কোনও প্রত্যাশা নেই। প্রত্যেকেরই সীমাবদ্ধতা থাকে, তাঁদের একটা ন্যারেটিভ আছে, বাস্তবতা আছে। তার বাইরে তাঁদের যাবার কথা না। কখনও যানওনি। কিন্তু বঙ্গীয় সচেতন মানুষদের কাছে অবশ্যই প্রত্যাশা আছে যে, সর্বভারতীয় ন্যারেটিভকে তাঁরা প্রশ্ন করবেন, বাংলার প্রেক্ষিত যোগ করবেন, আলোচনা করবেন, তর্ক করবেন। নত মস্তকে মেনে নেবেন না। কিন্তু আজ পর্যন্ত দেখিনি আনন্দকে সমালোচনা করে কেউ বলেছেন, তাঁর অবস্থান আত্মঘাতী। রবীশের ন্যারেটিভে হাততালি পড়েছে প্রচুর এবং বাংলার ফ্যাসিবিরোধী মঞ্চও কার্যত সেই সর্বভারতীয় ন্যারেটিভই অনুসরণ করছেন, প্রচারপত্রে যা দেখলাম। বাঙালি জাতি, তার খাদ্যাভ্যাস, ভাষা, সবই যখন শনাক্তকরণের চিহ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তখন এই দিল্লিমুখীনতা বিপজ্জনকই মনে হয়। সেটা ফ্যাসিবাদ বিরোধিতার পক্ষেই বিপজ্জনক। এঁদের ক্ষেত্রে তাই সরাসরি কয়েকটা প্রশ্ন জাগে।

১) যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আঘাতটা এঁরা কি ফ্যাসিবাদের লক্ষণ বলে মনে করছেন না? না কি যথেষ্ট আঘাত হচ্ছে বলে মনে করছেন না?

২) এনআরসি জাতি হিসেবেই বাঙালিকে একটা প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দিচ্ছে, যেখানে প্রতিটি বাঙালিই সম্ভাব্য বাংলাদেশি, এটা কি এঁরা মনে করেন না?

৩) ভাষা এবং সংস্কৃতির একটা আগ্রাসন আছে, হিন্দি এবং ইংরিজির, এবং সেটা যথেষ্ট বিপজ্জনক হয়ে উঠছে কি এঁরা মনে করেন না?

৪) বাঙালি শব্দটা উচ্চারণ করা কি এঁরা অপ্রয়োজনীয় বা লজ্জাজনক সংকীর্ণতা বলে মনে করেন?

৫) বাংলার ফ্যাসিবাদী মঞ্চের ভোটপূর্ববর্তী প্রায় সমস্ত প্রচার বা বিষয়বস্তুই বাংলা ভাষায় ছিল, এখন কি ফোকাস বদলে মূলত ইংরিজি এবং হিন্দি মাধ্যমের দিকে এগোনো হচ্ছে, যার লক্ষ্যবস্তু 'সর্বভারতীয়' দর্শককূল?

এগুলো নেহাতই যৌক্তিক প্রশ্ন। খাটো-টাটো করার ব্যাপারই না। রাজনৈতিক ন্যারেটিভ ঘিরে এরকম বিতর্ক, প্রশ্নোত্তর হয়। নানা লোকের নানা অবস্থান থাকে, মতবিরোধ হয়। বিতর্কে অনভিজ্ঞ লোকজন থাকতেই পারেন, আলোচনার অভ্যাসটাও হয়তো সকলের তৈরি হবার সুযোগ হয়নি। তাই আমার দিক থেকে পরিষ্কার করে বলে দেওয়া রইল আর কি।

জীবন বদলের বাণী

মানুষের মধ্যে যতগুলি মারাত্মক দোষের সমাবেশ ঘটে, এর মধ্যে কার্পণ্য দোষটি উল্লেখযোগ্য। *—ইমাম গাজ্জালি*

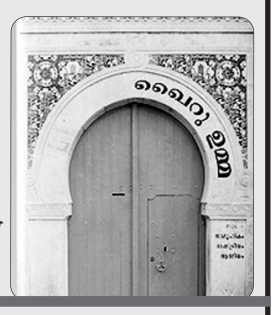

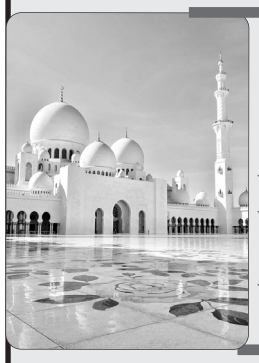

কৃপণ কোনওদিন ধন-সম্পদের মালিক হতে পারে না বরং ধন-সম্পদই কৃপণের মালিক হইয়া বসে। *—ইয়াহইয়া বারমকি*

ব্যক্তি বিশেষের একটি আচরণ দেখেই তার প্রতি আকৃষ্ট হোয়ো না, তার অন্যান্য আচরণ সম্পর্কেও খোঁজ-খবর নিও। *—হজরত আলি রা.*

নিজের বোঝা যত কমই হোক তা অন্যের উপর চাপাতে চেষ্টা কোরো না। *—হজরত ওসমান রা.*

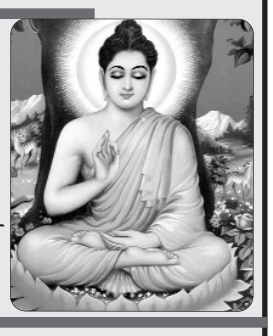

নিজের পরিত্রাণের জন্য নিজেকে চেষ্টা করতে হয়, অন্যের উপর নির্ভর করবেন না। *—গৌতম বুদ্ধ*

জালেমকে ক্ষমা করা মজলুমের উপর জুলুম করার সামিল। *—হজরত ওমর রা.*

মহাকাশ

নাসার অপরচুনিটি মার্স রোভার মডেলের প্রদর্শনী ভারতেও

নাসার 'অপরচুনিটি' মার্স রোভার সম্প্রতি মঙ্গল গ্রহে নানা কর্মকাণ্ড করে চলেছে। মঙ্গলের অলিতে গলিতে ঘুরে এসেছে নাসার 'অপরচুনিটি' রোভার। মহাকাশে দীর্ঘ সাফল্যের পর নাসার 'অপরচুনিটি' মার্স রোভারের মডেল এখন ঘুরছে গোটা বিশ্বে। সম্প্রতি তার প্রদর্শনী চলল ভারতেও।

নাসার প্রেরিত কোন মঙ্গলযান লাল গ্রহে চরে বেড়াচ্ছে, তা জানতে বহু মানুষের উৎসাহ রয়েছে। সেই উৎসাহের অবসান ঘটাতে নাসার 'অপরচুনিটি' মার্স রোভার মডেলটি এখন জনসাধারণের জন্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুবাইয়ের পর ভারতের চেন্নাই শহরে নেমেছে নাসার 'অপরচুনিটি' মার্স রোভার। সেখানে সর্বসাধারণের জন্য তা উন্মুক্ত।

দুবাইয়ে ২০২০-র ওয়ার্ল্ড এক্সপো চলাকালীন ওয়াশিংটন ডিস্ট্রির স্মিথসোনিয়ান্স এয়ার অ্যান্ড স্পেস মিউজিয়াম এবং ইউএস প্যাভিলিয়নে প্রদর্শিত হওয়ার পর নাসার অপরচুনিটি মার্স রোভারের পূর্ণ স্কেল মডেলটি এখন ভারতের তামিলনাড়ুতে চেন্নাই শহরে অবতরণ করেছে। সেখানে প্রদর্শিত হওয়ার পর রোভারটি যাবে বেঙ্গালুরুতে। নাসা জানিয়েছে, ২০০৩ সালে চালু হওয়া এই 'অপরচুনিটি' মার্স রোভার মিশটি তাদের সবথেকে সফল অনুসন্ধান প্রচেষ্টা বলে বিবেচনা করা হয়। রোভারটি ২০০৪ সালে লাল গ্রহে অবতরণ করেছিল। এই গ্রহের পৃষ্ঠে জলের অস্তিত্ব প্রমাণে তা অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছিল।

নাসার 'অপরচুনিটি' মার্স রোভারটি তার মিশনের সময়ে কয়েকটি মূল আবিষ্কার করেছে, যার মধ্যে রয়েছে জলের অস্তিত্ব, যেখানে জীবন টিকিয়ে রাণতে পারে জীবাণু। অর্থাৎ প্রাণ থাকতে পারে মঙ্গলে। 'অপরচুনিটি' মার্স রোভারটি তার পরিকল্পিত ৯০ দিনের মিশনে গিয়েছিল। সেই অবস্থায় মঙ্গলে ১৫ বছর ধরে অনুসন্ধান চালিয়ে গিয়েছে। কর্নেল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল মার্স রোভারটি। এই মডেলটি একটি ইন্টারেক্টিভ প্রদর্শনী যা স্কুলের শিক্ষার্থীদের পরিদর্শন করার জন্য তৈরি করা হয়। মার্স রোভারের চারপাশে

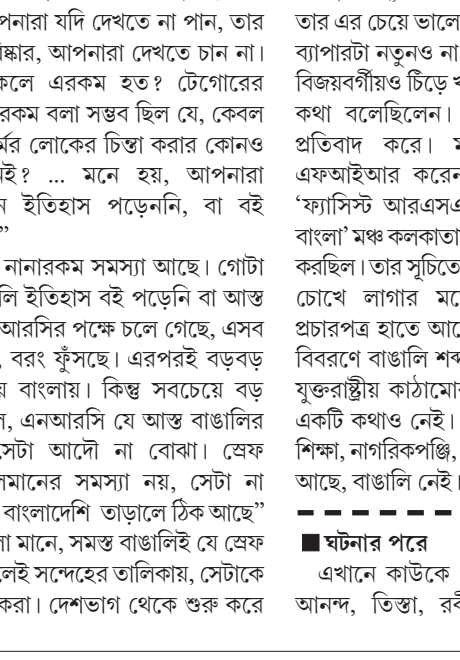

নির্মিত কার্যকলাপ এবং মহাকাশ অনুসন্ধানের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পূর্ণ-স্কেল মডেলটি দক্ষিণ ভারতের চেন্নাই শহরে মার্কিন কনস্যুলেট জেনারেলের ভিতরে অবস্থিত আমেরিকান সেন্টারে স্থাপন করা হয়েছে।

জানানো হয়েছে, নাসার 'অপরচুনিটি' মার্স রোভারের মডেলটির প্রদর্শনী সোমবার থেকে শুক্রবার, সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত দেখা যাবে। ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত সর্বসাধারণের দেখার জন্য উন্মুক্ত থাকবে এই রোভাররের মডেলটি। চেন্নাইতে অস্থায়ী প্রদর্শনের পর এই মডেলটি স্থায়ী প্রদর্শনী হিসাবে বেঙ্গালুরুতে স্থাপন করা হবে বলে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৪ বছরের জীবদ্দশায় নাসার অপরচুনিটি মার্স রোভারটি ২.১৭ লাখেরও বেশি ছবি ধারণ করেছে। মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠে ২৮ মাইল ভ্রমণ করেছে।

মঙ্গল থেকে ধুলোর নমুনা আসছে পৃথিবীতে, অসাধ্য সাধন করল নাসা

মঙ্গল গ্রহ থেকে প্রথম ধুলোর নমুনা আসছে পৃথিবীতে। মহাকাশ বিজ্ঞানে অসাধ্য সাধন করে ফেলল নাসা। নাসার পারসিভারেন্স রোভার মঙ্গল গ্রহ থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছে। মঙ্গলগ্রহের রেগোলিথ অর্থাৎ শিলা ভাঙা ধুলো সংগ্রহের পর সংরক্ষণ করা হয়েছে। তা শীঘ্রই পৃথিবীতে এসে উপস্থিত হবে।

জেট প্রপালশাল ল্যাবরেটরি বা জেপিএলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নাসার পারসিভারেন্স রোভার ডিসেম্বর ২ ও ৬ তারিখে মঙ্গল পৃষ্ঠের দুটি নমুনা বোতলে সংরক্ষণ করেছে। ওই নমুনাগুলি সিলা কোর নিয়ে গঠিত। বায়ু প্রবাহিত বালি ও ধুলোর স্তূপ থেকে তা নেওয়া হয়েছিল। এই দুটি নমুনার মধ্যে একটিকে মঙ্গল গ্রহের পৃষ্ঠে জমা দেওয়ার জন্য বিবেচনা করা হবে। সেগুলি যাতে মঙ্গলের নমুনা প্রত্যাবর্তন অভিযানের অংশ হিসেবে পৃথিবীতে আনা যায়, সেই চেষ্টাও করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা প্রাচীন মাইক্রোবায়াল জীবনের লক্ষণগুলি সন্ধান করতে শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম-সহ পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা মঙ্গলগ্রহের নমুনাগুলি পর্যবেক্ষণ করবেন। সংগৃহীত বেশিরভাগ নমুনাই পাথরের। গবেষকরা মঙ্গল গ্রহের রেগোলিথ পরীক্ষা করে ওই লাল গ্রহের ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে জানার চেষ্টা চালাচ্ছে।

সম্প্রতি মঙ্গল গ্রহে একটি মিশনে নেমেছে নাসা। সর্বশেষ ধুলোর

নমুনাগুলি অধ্যাবসায়ের রোবোটিক হাতের একটি ড্রিল ব্যবহার করে সংগ্রহ করা হয়েছিল। তবে একটি বিশেষ ড্রিল বিটা ব্যবহার করে উপাদান সংগ্রহ করতে এক প্রান্তে ছোটো গর্ত-সহ একটি স্পাইকের মতো দেখায়। নাসার বিজ্ঞানীরা এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, রেগোলিথ থেকে আমরা যা কিছু জানতে পারব, তা ভবিষ্যৎ মিশনের জন্য কাজে লাগবে। এই রেগোলিথ পরীক্ষা নাসার বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদের ভবিষ্যৎ মঙ্গল মিশনের পাশাপাশি সরঞ্জামগুলি ডিজাইন করতে সহায়তা করবে। রেগোলিথ মহাকাশযান ও যন্ত্রপাতি উভয়েরই ক্ষতি করতে পারে। যন্ত্রের সংবেদনশীল উপাদানগুলিতে জ্যাম করতে পারে। এবং মঙ্গল পৃষ্ঠের উপর রোভারগুলির গতি মন্থর করে দিতে পারে।

বিজ্ঞানীরা জানান, শুধু মহাকাশযান বা সাজ সরঞ্জামের নয়, মহাকাশচারীদেরও ক্ষতি করতে পারে রেগোলিথ। অ্যাপোলো মিশনের সময় জানা যায়, চন্দ্রপৃষ্ঠের রেগোলিথটি স্পেসসুটের মাইক্রোস্কোপিক ছিদ্র ছিঁড়ে ফেলার জন্য যথেষ্ট তীক্ষ্ণ ছিল। মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠে পারক্লোরেট নামে পরিচিত, একটি বিষাক্ত রাসায়নিক মহাকাশচারীদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। মঙ্গল অভিযান নিয়ে নাসা এখন পরিকল্পনা করেছে। আর্টেমিস মিশনেই চাঁদের পর মঙ্গল অভিযান করবে নাসা। তাই তার আগে মঙ্গল নিয়ে, মঙ্গলের এই রেগোলিথ নিয়ে গবেষণা জরুরি। এই ধূলিকণাগুলির মধ্যে কিছু সিগারেটের ধোঁয়ার মতো সূক্ষ্ম হতে পারে এবং তা মহাকাশচারীর শ্বাসযন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে ক্ষতিসাধন করতে পারে।

তীব্র ঠান্ডায় কাঁপছে দিল্লি। আগুন পোহাচ্ছেন ফুটপাতেবাসীরা।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে জলপথ পাহারায় এবার বিএসএফের মহিলা বাহিনী

সুন্দরবন সীমান্তের জলপথে পাহারায় এবার বিএসএফের বিশেষ মহিলা বাহিনী । জলদস্যু ও ম্যানগ্রোভ পাচার রুখতে বিশেষ এই বাহিনীর নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আধুনিক অস্ত্র নিয়েই তার মহড়াও চলেছে ইতিমধ্যেই। এই মহিলা বাহিনী স্পিড বোর্ডের মাধ্যমে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পাহারায় থাকবে। ফলে সীমান্তে নজরদারির ক্ষেত্রে আরও কড়াকড়ি করতেই এই মহিলা বাহিনী তৈরি করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের স্বরূপনগর থেকে হেমনগরের সামশেরনগর পর্যন্ত মোট সীমান্ত প্রায় ৯৩ কিলোমিটার। তার মধ্যে জলপথ রয়েছে ৪০ কিলোমিটার। বাকি ৫৩ কিলোমিটার কাঁটাতার। জল সীমান্ত এলাকার অধিকাংশই অরক্ষিত পাশাপাশি রয়েছে সুন্দরবনের বিশাল জঙ্গল।

প্রায় ওই এলাকায় বাংলাদেশি জলদস্যুরা সীমান্ত নিরাপত্তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এদেশে ঢুকে পড়ে। নদী পথে এসে মৎস্যজীবীদের মাছ, কাঁকড়ার নৌকা লুঠ করে বলে অভিযোগ। আবার সহজে জল পথ ব্যবহার করে বাংলাদেশে পালিয়ে যায়। পাশাপাশি বিশাল জঙ্গলে বিভিন্ন সময় চোরা শিকারীদের দাপটের অভিযোগও ওঠে। ম্যানগ্রোভ পাচার, প্রকৃতির ফল-মধু বাংলাদেশে পাচারের অভিযোগও পাওয়া যায়। দিনের পর দিন ধরে জল দস্যু থেকে শুরু করে চোরা কারবারিদের দাপটের অভিযোগ আসতে থাকায় এবার জল সীমানায় আরও নজরদারি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে এসব রুখতে সীমান্তে কেন্দ্রীয় মহিলা স্পেশাল ফোর্স নিয়োগ করা হল।

কেবলমাত্র জল সীমান্তে এরা ভাসমান স্পিড বোটের মাধ্যমে অত্যাধুনিক রেডার আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দিনরাত ভারত-বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরে টি জংশনে টহল দেবে। এই রকম কুড়ি জনের স্পেশাল মহিলা বাহিনীকে জল সীমান্ত সুরক্ষায় নিরাপত্তা দিতে নিয়োগ করেছে সীমান্তের আধিকারিকরা। ইতিমধ্যেই তার মহড়া চলেছে সন্দেশখালি বঙ্গোপসাগরের ভারত ও বাংলাদেশে মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া বিহারী খালে। আর সেখান থেকেই নজরদারি শুরু করল তারা। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রাজ্যে সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে জমি অধিগ্রহণের কথা ঘোষণা করেছে। খুব দ্রুত তা বাস্তবায়িত হবে। তার আগে সুন্দরবনের জল সীমান্তে স্পেশাল মহিলা বাহিনীকে নিয়োগ করে আগাম সর্তকতা জারি করা হল সীমান্তে বলেই মনে করা হচ্ছে। ভারত থেকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের বিষয়টিও এই বাহিনী দেখবে বলে জানা গিয়েছে। ফলে এবার থেকে ভারত-বাংলাদেশের জল সীমান্তে নজরদারি আরও কড়া করা হল বলেই মনে করা হচ্ছে।

৩৭০ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার

তাজমহলে কোটিরও বেশি সম্পত্তি কর বকেয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্পত্তি কর বকেয়া। জলের বিল বাকি। তাই নোটিস খেল তাজমহল! ৩৭০ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার! শুনতে অবাক লাগছে? ভাবছেন গাঁজাখুরি গল্প? না। ১ কোটিরও বেশি পাওনা-গন্ডা নাকি 'বকেয়া' রয়েছে! যা মেটাতে বলা হয়েছে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াকে। এএসআইয়ের সুপারিনটেনডেন্ট আর্কিওলজিস্ট রাজ কুমার পাটেল সেই নোটিশ পাওয়ার কথা স্বীকারও করে নিয়েছেন। শুধু তাজমহল নয়, নোটিস পাঠানো হয়েছে আগরা ফোর্টকেও। যদিও হেরিটেজ কর্তৃপক্ষ বলছে, সবটাই ভুলবশত!

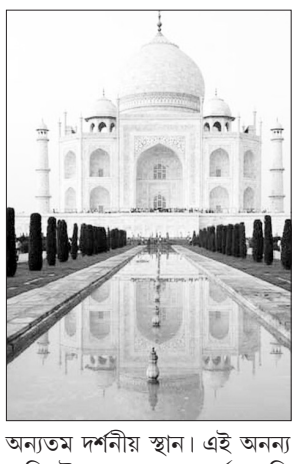

অষ্টম আশ্চর্যের একটি তাজমহল। প্রিয়তমা বেগম মুমতাজের স্মৃতিতে আগরায় যমুনা পাড়ে তাজমহল গড়েন সম্রাট শাহজাহান। মুঘল আমলের এই অসাধারণ স্থাপত্যকীর্তি ভারতের অন্যতম দর্শনীয় স্থান। এই অনন্য স্মৃতিসৌধের অমোঘ আকর্ষণে প্রতি বছর দেশ-বিদেশ থেকে ছুটে আসেন লাখ লাখ পর্যটকের দল। সেই তাজমহলের ৩৭০ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার ঘটল এমন ঘটনা। সম্পত্তি কর বাকি, জলের কর বকেয়া, এই মর্মে নোটিশ ধরানো হল তাজমহল ও আগরা ফোর্টকে। যোগী সরকারের বিভিন্ন দফতর বিভিন্ন ইস্যুতে বকেয়া বিল ধরিয়েছে এই দ্রষ্টব্য স্থানকে।

রাজকুমার পাটেল জানিয়েছেন, তাজমহলকে যে দুটি নোটিস ধরানো হয়েছে, তারমধ্যে শুধু জলের বিলেই রয়েছে ১২ খানা পয়েন্ট! সব মিলিয়ে যে বকেয়ার পরিমাণ ১ কোটিরও বেশি। অন্যদিকে আগরা ফোর্টের বকেয়া পরিমাণ আরও বেশি। সেখানে টাকার অংক শুনলে থ হয়ে যাবেন। ৫ কোটি টাকা! এদিকে আগরা ফোর্ট হচ্ছে ইউনেসকো হেরিটেজ সাইট। যদিও এএসআই মনে করছে, এই সবটাই কোনওকারণে ভুলবশত হয়েছে। যা কিনা খুব দ্রুত-ই শুধরে নেওয়া হবে। কারণ, কোনও স্মৃতিসৌধ কখনও করের আওতায় পড়ে না। সম্পত্তি কর বা বাড়ির কর কোনও স্মৃতিসৌধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। উত্তরপ্রদেশ সহ সব রাজ্যেই তার ছাড় রয়েছে।

নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে মৃত ৩ জঙ্গি

কাশ্মীরে বড় সাফল্য সেনার

নিজস্ব প্রতিনিধি: উপত্যকায় বড়সড় সাফল্য পেল ভারতীয় সেনা। দক্ষিণ কাশ্মীরের সোপিয়ানে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে তিন জঙ্গি। কাশ্মীর পুলিশের বিশেষ বাহিনী এবং ভারতীয় সেনার বিশেষ অভিযানে এই সাফল্য মেলে। মৃত জঙ্গিরা লস্কর-ই-তৈবার সদস্য বলে জানা গিয়েছে।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযানে নামে সেনা এবং পুলিশের যৌথ বাহিনী। সোপিয়ানে মজ মার্গ এলাকাতে জঙ্গি উপস্থিতির খবর পায় সেনা। অভিযোগ, তল্লাশি চালানোর সময়ে আচমকা জওয়ানদের উদ্দেশ্য করে হামলা চালায় জঙ্গিরা। পাল্টা জবাব দেয় সেনা।

কাশ্মীর পুলিশের এডিজিপি বিজয় কুমার ট্যুইট করে জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ৩ জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে দুজন কাশ্মীরের বাসিন্দা। প্রত্যেকেই লস্করের সদস্য। মৃত জঙ্গিদের মধ্যে দুজনকে চিহ্নিত করা গিয়েছে। উমর নাজির এবং লাতিফ লোন কাশ্মীরের বাসিন্দা। কাশ্মীরি পণ্ডিত কৃষ্ণা ভাটের হত্যাকাণ্ডে তারা জড়িত ছিল বলে অনুমান। তৃতীয় জঙ্গিকে এখনও শনাক্ত করা যায়নি। একটি একে-৪৭ রাইফেল এবং দুটি পিস্তল উদ্ধার হয়েছে ঘটনাস্থল থেকে। দাবি করা হচ্ছে, উপত্যকায় বড়সড় কোনও নাশকতার ছক কষেছিল জঙ্গিরা। সেই জন্যই জড়ো হয়েছিল তারা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে জঙ্গিদের ছক বানচাল করে করে দেয় ভারতীয় সেনা। সেনার তরফে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।তবে ওই এলাকায় আরও জঙ্গি লুকিয়ে থাকতে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এলাকা ঘিরে রেখে তল্লাশি চালাচ্ছে সেনা এবং পুলিশের বাহিনী।

'বিজেপির একটি কুকুরও প্রাণ দেয়নি দেশের জন্য'

খাড়গের মন্তব্যে উত্তাল সংসদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ''বিজেপির একটি কুকুরও প্রাণ দেয়নি দেশের জন্য।'' কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট তথা রাজ্যসভার সাংসদ মল্লিকার্জুন খাড়গের এই মন্তব্য ঘিরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। এবার এই নিয়ে মল্লিকার্জুন খাড়গের বিরুদ্ধে সরব হল বিজেপি। অবিলম্বে ক্ষমা চাইতে হবে খাড়গেকে, রাজ্যসভায় অধিবেশন চলাকালীন এই দাবি তোলে তারা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেন, ''গোটা দেশের সামনে ক্ষমা চাইতে হবে মল্লিকার্জুন খাড়গেকে।'' এখানেই শেষ নয়, তিনি আরও বলেন, ''দেশের স্বাধীনতার পরে মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন কংগ্রেস পার্টি তুলে দেওয়া হোক। কেন বলেছিলেন তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ হলেন মল্লিকার্জুন খাড়গে।''

সোমবার ওয়াক আউটের পর আলওয়ারে যান মল্লিকার্জুন খাড়গে। সেখানে 'ভারত জোড়ো' যাত্রা থেকে তিনি বলেন, ''দেশের জন্য বিজেপির একটি কুকুরও প্রাণ দেয়নি। কংগ্রেস দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে। স্বাধীনতা এনে

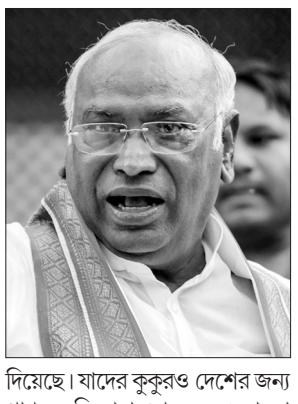

দিয়েছে। যাদের কুকুরও দেশের জন্য প্রাণ দেয়নি তারা এখন সরব। আমরা কিছু করলেই তা দেশবিরোধী বলা হচ্ছে। আমাদের দুই প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত হয়েছেন।'' একইসঙ্গে সীমান্ত নিয়ে চিন-ভারত সম্পর্ক প্রসঙ্গে খাড়গে বলেন, ''দেশের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য কংগ্রেসের সকলে আছেন। আমরা একসঙ্গে দেশকে রক্ষা করব। কিন্তু, কেন চিন নিয়ে বারবার বদলাচ্ছে কেন্দ্র।''

খাড়গের এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে গেরুয়া শিবির। এই নিয়ে মঙ্গলবার কার্যত উত্তাল হয় সংসদ। খাড়গেকে অবিলম্বে ক্ষমা চাইতে হবে, মন্তব্য করেন পীযূষ গোয়েল। এদিন দেশের উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার অধ্যক্ষ জগদীপ ধনখড় বলেন, ''দেশের ১৩৫ কোটি জনতা আমাদের দেখছে। কোনও ঘটনার প্রেক্ষিতে হয়তো বাইরে কেউ কিছু বলেছেন। সংসদের বাইরে এই মন্তব্য করা হয়েছে, জানান তিনি। এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে যখন উত্তাল রাজ্যসভা সেই সময় নিজের অবস্থানে কার্যত অটল মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি বলেন, ''ক্ষমা চাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।'' তিনি বলেন, ''যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন, আপনি তাঁদের ক্ষমা চাইতে বলছেন?'' সবমিলিয়ে শীতকালীন অধিবেশন রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। নিজের অবস্থানে অনড় কংগ্রেসও।

দ্য ভয়েস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল

আবাসে 'উলটপুরাণ'

ভাঙাচোরা মাটির ঘরে থেকেও তালিকা থেকে বাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যে আবাস যোজনার তালিকা যাচাই করা শুরু হতেই একের পর এক দৃশ্য। কোথাও শাসক দলের নেতা পেল্লাই বাড়ি থাকার পরেও পরিবারের লোকেদের নাম আবাসের তালিকায়। আবার কোথাও ভাঙা চোরা ঘর হয়েও তালিকায় নাম নেই দরিদ্র গ্রামবাসীদের। এমন অভিযোগ বিভিন্ন জেলার থেকে যখন উঠে আসছে, তখন এক ভিন্ন চিত্র দেখা গেল পূর্ব বর্ধমানের রায়নায়। নিজের ভাঙাচোরা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও আবাস যোজনা থেকে নিজের নাম বাদ দিলেন পেশায় দিনমজুর পঞ্চায়েত প্রধান। এ যেন সত্যিই এক উলটপুরাণ, এমনই বলছেন আশপাশের লোকেরা।

পূর্ব বর্ধমানের রায়না ১ ব্লকের অন্তর্গত নাড়ুগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত। সেখানে পঞ্চায়েতের প্রধান চাঁদু সিং। পেশায় দিনমজুর। থাকেন একেবারে ভাঙাচোরা একটি বাড়িতে। আবাসের সুবিধা প্রাপকদের তালিকায় নাম রয়েছে তাঁরও। কিন্তু ভাঙাচোরা একটি বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও প্রধান নিজে থেকেই সেই নাম কাটিয়ে দিলেন। বলছেন, বিডিও অফিসে যে চূড়ান্ত তালিকা তিনি দেখেছেন, তাঁর থেকেও খারাপ অবস্থায় রয়েছেন এমন অনেকেই বাড়ি পাচ্ছেন না। সেই দেখেই ওই যোগ্য ব্যক্তিরা যাতে সুযোগ পান সেই নৈতিকতার খাতিরেই নাম কাটিয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান।

পঞ্চায়েত প্রধান চাঁদু সিং জানাচ্ছেন, আবাস যোজনার তালিকায় তাঁর নামও এসেছিল। নাড়ুগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ২৯০০ জনের নাম এসেছিল আবাস যোজনার তালিকায়। এরপর সেখান থেকে কমে তা হয় ১৮০০ জনের নাম আসে। পরবর্তী সময়ে আশা কর্মীরা সার্ভে করার পর ১৪২৫ জনকে ঘর পাওয়ার যোগ্য বলে গণ্য করা হয়। সেই সময় দেখা যায়, গ্রামে এখনও পর্যন্ত প্রচুর মানুষ রয়েছেন, যাঁদের অবস্থা তাঁর থেকেও খারাপ। চাঁদু সিং মনে করেন, তিনি একজন জনপ্রতিনিধি। আবাস যোজনার তালিকায় তাঁর নাম থাকবে, অথচ অন্যান্য পরিবারগুলি, যাঁদের অবস্থা আরও খারাপ, তাঁদের নাম থাকবে না, এটা মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না তিনি। প্রশ্ন করার সোজা জবাব, তআমি একজন জনপ্রতিনিধি।

বছর শেষে কলকাতায় মোদী-যোগী

গঙ্গাবক্ষে ক্রুজভ্রমণের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি বঙ্গ সফর করে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এবার আসছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। সঙ্গে আসবেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও । ডিসেম্বরের শেষে কলকাতায় পা রাখবেন তাঁরা। একইসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকেরও সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ৩০ ডিসেম্বর এই হাইভোল্টেজ সাক্ষাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

বছর শেষে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় গঙ্গা পরিষদের বৈঠক। সেই বৈঠকে যোগ দিতেই কলকাতায় পা রাখতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। কেন্দ্রের ১০টি মন্ত্রক এই গঙ্গা পরিষদের সদস্য। তাছাড়া যে রাজ্যগুলি দিয়ে গঙ্গে বয়ে গিয়েছে, সেই রাজ্যগুলিও এই পরিষদের সদস্য। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এর একটি বৈঠকের আয়োজক পশ্চিমবঙ্গ। আগামী ৩০ ডিসেম্বর কলকাতায় সেই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। জাতীয় পরিষদের সদস্য হিসেবে বৈঠকে থাকতে পারেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, বিহার, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীরাও উপস্থিত থাকতে পারেন পরিষদের বৈঠকে। তবে তাঁরা ভার্চুয়ালি যোগ দেবেন না কলকাতায় আসবেন, তা নিয়ে এখনও অফিসিয়ালি কিছু জানা যায়নি। বৈঠক বাদেও গঙ্গাবক্ষে ক্রুজ ভ্রমণের আয়োজন করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। এর আগে শেষবার ২০১৯ সালে কানপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল গঙ্গা পরিষদের এই বৈঠক। সেই বার বৈঠকে অবশ্য অনুপস্থিত ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্প্রতি পূর্বাঞ্চলীয় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে যোগ দিতে কলকাতায় এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। নবান্ন সভাঘরে হওয়া এই বৈঠকে একাধিক ইস্যুতে আলোচনা হয়। একইসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নবান্নের ১৪ তলায় একান্তে বৈঠকও করেন তিনি। বিএসএফের সীমানা এক্তিয়ার নিয়ে পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের বৈঠকে অমিত শাহের সামনেই উষ্মা প্রকাশ করতে শোনা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বৈঠকের পাশাপাশি নবান্নে মধ্যাহ্নভোজেও যোগ দেন অমিত শাহ। তাঁর সম্মানে বাঙালি এবং গুজরাটি খানার আয়োজন করা হয়।

সম্প্রতি দিল্লিতে জি-২০ সম্মেলনের বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লি উড়ে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তাঁর আলাদা করে কোনও বৈঠক হয়নি। যদিও পরবর্তীতে কলকাতা থেকে ভার্চুয়ালি জি-২০ সম্মেলনেরই একটি বৈঠকে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বন্যা নিয়ন্ত্রণে বড় পদক্ষেপ শাহ-মমতা বৈঠকের পরই

নিজস্ব প্রতিনিধি: বর্ষা বাংলাকে ভাসায় প্রতিবছরই। আবার শুখা মরশুমে চাষের জল পরিমাণ মতো মেলে না। প্রতি বছরই ডিভিসির বিরুদ্ধে এ নিয়ে সরব পশ্চিমবঙ্গ। সমাধান সূত্র হিসেবে সদ্য শেষ হওয়া পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর উপস্থিতিতে উঠে এসেছে ডিভিসির জলাধারের পলি প্রসঙ্গ।

তিনি বৈঠকেই সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনকে দিয়ে সমীক্ষা করানোর নির্দেশ দিয়েছেন ডিভিসিকে। যদিও এর কার্যকরিতা নিয়েই সন্দিহান ডিভিসি কর্তৃপক্ষ। ডিভিসি সূত্রে খবর, পরিষদের বৈঠকে মিনিটস বা সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে পাওয়া মাত্রই তা কেন্দ্রীয় ওয়াটার কমিশনের মতামত চাওয়া হবে। তাদের এ নিয়ে সমীক্ষার প্রস্তাবও দেওয়া হবে। কমিশনের মতামত ও সমীক্ষার রিপোর্ট হাতে এলে তখনই বলা যাবে কী করা হবে। বিশেষ করে এই খরচ কে দেবে, কেন্দ্রীয় সরকার, না রাজ্যগুলিকেও একটা অংশ বহন করতে হবে।

'পলি সমস্যা' মেটাতে তৎপরতা

গত শতকের ষাটের দশকের গোড়ায় তৈরি হওয়া ডিভিসির চার জলাধার মাইথন, পাঞ্চেত, তিলাইয়া, কোনারের প্রায় সবগুলিরই পলিতে জল ধারণের ক্ষমতা কমেছে। নীচের অংশ অর্থাৎ 'ডেড স্টোরেজ' ৫০ শতাংশ পলিতে ভরে গিয়েছে। কোনওদিনই পলি তোলা হয়নি। ডিভিসির কর্তাদের কথায়, সারা দেশের কোনও জলাধারের পলি তোলার নজির নেই। অতীতে এ নিয়ে চিন্তাভাবনা হয়েছিল। জলাধারের পলি তোলার কাজটা ব্যয়বহুল। তাই শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে এসেছে সরকার। তাই জলাধারকে পলির হাত থেকে রক্ষা করার উপায়?

ডিভিসির মতে, জলাধারকে পলিরা হাত থেকে রক্ষা করার একটাই উপায়, নিয়মিত ক্যাচমেন্ট এরিয়া বা ওয়াটার শেড ট্রিটমেন্ট করানো। যাতে নদীর জল জলাধারে প্রবেশের সময় পলি কম আসে। এটাও ব্যায়বহুল। তাতে জলাধারের আয়ুষ্কাল অনেকটাই বাড়ানো সম্ভব। ডিভিসির চার জলাধারের লাগোয়া নদীতে কিছুটা করা হয়। যথেষ্ট নয়। কিন্তু পলি বিতর্কের মধ্যেই রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার ক্ষীণ সম্ভবনা দেখা দিয়েছে পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের বৈঠকের পর।

এই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হয়, তেনুঘাট জলাধারের জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত আর এককভাবে নিতে পারবে না ঝাড়খণ্ড সরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে নিয়ে যৌথভাবে করতে হবে। বিনিময় ম্যাসাঞ্জোর জলাধারের নিয়ন্ত্রণও শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকার একা নয়, ঝাড়খণ্ড সরকার সঙ্গী হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের ডিভিসি অনেকটাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। বৃষ্টির দোহাই দিয়ে ঝাড়খণ্ড সরকার তেনুঘাটের জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে পাঞ্চেত জলাধার হয়ে প্রতি বছর পশ্চিমবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি করে। দামোদর ভ্যালি রিভার রেগুলেটোরি কমিশন এই জল ছাড়ার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

লালফৌজকে রুখতে উত্তরবঙ্গেও কড়া নজরদারি

নিজস্ব প্রতিনিধি: গালওয়ানের রিপিট টেলিকাস্ট দেখা গিয়েছে অরুণাচলের তাওয়াঙে। মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়েছে ভারতীয় সেনা এবং চিনা লালফৌজ। কিন্তু, তারপরও শিক্ষা নেয়নি চিন । আবারও প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশের চেষ্টা চালাতে পারে তারা। ফলে আর কোনওরকম ঝুঁকি নিতে নারাজ কেন্দ্র। চিনা লালফৌজের 'বাড়বাড়ন্ত' রুখতে কোমর বেঁধে নেমেছে পড়েছে ভারত। নিরাপত্তা আঁটসাট করা হচ্ছে সমস্ত সীমান্তে। বাদ পড়েনি বাংলাও। কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে উত্তরবঙ্গ সীমান্তেও।

আপাতত সীমান্তে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও, সতর্কতা অবলম্বন করছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। চিন যাতে কোনওভাবেই আকাশসীমা লঙ্ঘন করতে না পারে, তার জন্য ড্রোন ওড়ানো হচ্ছে। সীমান্তে টহল দিচ্ছে ভারতীয় ফাইটার জেট। মঙ্গলবার রাতেই শিলিগুড়ির হাসিমারা এয়ারবেসে বিশেষ তৎপরতা দেখা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, হাসিমারা থেকে তেজপুর বিমান ঘাঁটিতে এয়ারবেসের উদ্দেশ্যে একটি রাফাল বিমান নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, এই দুই দিন রাফাল, সুখই ৩০ এবং তেজস লাইটের মতো যুদ্ধবিমান মহড়া হবে। আগামী ১৫ থেকে ১৬ ডিসেম্বর এই নো ফ্লায়িং জোন ঘোষণা করা হয়েছে অসম এবং অরুণাচলের বিস্তীর্ণ এলাকা। আগাম সতর্কতা হিসেবে উত্তরবঙ্গের কিছুটা অংশেও নো ফ্লায়িং জোন ঘোষণা করা হতে পারে বলেও মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। উত্তরবঙ্গের হাসিমারা-সহ গুরুত্বপূর্ণ বায়ুসেনা ঘাঁটিগুলিতে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে বলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রের খবর।

জানা গিয়েছে, অ্যাপাচে অ্যাটাক হেলিকপ্টার নিয়েও মহড়া সেরে রাখতে পারে ভারতীয় বায়ুসেনা। এছাড়া সেনার সীমান্তবর্তী বাঙ্কারগুলিতে পাঠানো হয়েছে ইজরায়েলের তৈরি হেরোন ড্রোন। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার ওপারে পিএলএ কী ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছে, তার উপর নজরদারি করতেই ব্যবহার করা হচ্ছে এই ড্রোন। তবে ৯ ডিসেম্বরের ঘটনার পর কোনও চিনা ড্রোন কিংবা চিনা যুদ্ধবিমানকে ভারতীয় আকাশসীমায় দেখা যায়নি বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে প্রতিরক্ষামন্ত্রক। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের দাবি, ৯ ডিসেম্বরের ঘটনার পর ভারতীয় সীমান্তের নিকটবর্তী এলাকায় কোনও স্থানে চিনা লালফৌজ লুকিয়ে থাকতে পারে কি না, তার আশঙ্কা করেও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। দ্বিতীয়বার নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়ে ঢোকার চেষ্টা করলে আরও বেশি প্রস্তুতি নিয়ে 'পাল্টা মার' দিতে প্রস্তুত ইন্ডিয়ান আর্মি। লাদাখ বা অরুণাচলে স্কাউটের জওয়ানদের কাজে লাগানো হচ্ছে এই নজরদারির কাজে। এমনও সূত্র মারফত খবর পাওয়া গিয়েছে।

স্কুলগুলিতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কড়া গাইডলাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্কুলগুলিতে কবে কবে থাকছে ছুটি? কখন থেকে শুরু হবে নতুন শিক্ষাবর্ষে ক্লাস? বিস্তারিত অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার নির্দেশিকা আকারে দিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। তবে শুধু তাই নয়, শিক্ষকদের বিভিন্ন দায়িত্ব সম্পর্কেও ফের সচেতন করা হল মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দেওয়া নির্দেশিকায়।

নির্দেশিকা অনুযায়ী, সকাল দশটা চল্লিশ মিনিটে শুরু হবে প্রার্থনা। ১০ মিনিট বরাদ্দ রাখা হয়েছে এই প্রার্থনার জন্য। তারপর দশটা পঞ্চাশ মিনিট থেকে শুরু হবে ক্লাস। বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত হবে ক্লাস নেওয়া হবে। মোট আটটি পর্ব থাকবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ১০টা ৪০-এর আগেই স্কুলে আসতে হবে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে দেওয়া নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, সকাল ১০টা ৫০-এর পর স্কুলে ঢুকলে লেট মার্ক করা হবে।

শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অশিক্ষক কর্মীরা ১১টা ০৫-এর পর ঢুকলে তাঁকে অনুপস্থিত বলেই গণ্য করা হবে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে দেওয়া নির্দেশিকা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য একাধিক গাইডলাইনও দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ক্লাস চলাকালীন কোনওভাবেই মোবাইল ফোনে কথা বলতে পারবেন না তাঁরা। পাশাপাশি স্কুলের বাইরে এবং স্কুলের ভিতরে এমন কোনও ব্যবহার করতে পারবেন না যাতে তাঁদের পদের সম্মানহানি হয়। প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকাকেই স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস এবং স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতে প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। ক্লাস চলাকালীন মোবাইল ফোন বা স্মার্টফোন ব্যবহার করতে হলে প্রধান শিক্ষকদের কাছ থেকে লিখিত অনুমতি নিতে হবে।

পর্ষদের নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, কোনও শিক্ষক বা শিক্ষিকা কোনওরকম ব্যবসা বা আর্থিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন না। পড়ুয়াদের সঙ্গে আচরণ করার সময়ও তাঁদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশে একাধিক সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে। অন্যদিকে স্কুলগুলিতে কবে ছুটি থাকছে তা নিয়েও বিস্তারিত নির্দেশিকা সোমবারই মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে দেওয়া হয়েছে। এ দিকে মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতিও শুরু করেছে পর্ষদ।জেলায় জেলায় প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক শুরু করেছেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি।

দিওয়ানজী চাউল ভাণ্ডার

এখানে বিভিন্ন ধরনের চাল সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

প্রোঃ- মনিরুল করিম (হারুদা)
মোবাইলঃ-৭০৬৩১৫৫৬০২

কালেমার জিকির ও ফজিলত

হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সবচেয়ে উত্তম জিকির। সুতরাং মুমিন মুসলমানের উচিত, সবসময় কালেমার জিকির করা। কেননা কালেমার জিকিরের ফজিলতের মধ্যে আরও হচ্ছে যে, এই কালেমার স্বীকৃতি দানকারীর জন্য জান্নাতের আটটি দ্বার খুলে দেওয়া হবে এবং সে ইচ্ছামতো যে কোনও দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে।

তাওহিদের কালেমা-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর জিকিরে মুমিনের মান মজবুত হয়। কেননা এটি ইমানের চাবি। হাদিসের বর্ণনায় কালেমার পরিচয় 'জান্নাতের চাবি হল এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ নেই'। আবার 'কোনও ব্যক্তি যদি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর ঘোষণা দেয় এবং এরই উপর মৃত্যুবরণ করে, তবে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

কালেমা পড়েই মুমিন বান্দা ইমানদার হিসেবে পরিগণিত হয়। তাই মুসলমানের কাছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মর্যাদা সীমাহীন। এটা এমন একটা বাক্য যা একজন মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসে। জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। তবে শর্ত হল এই বাক্যটিকে মুখে বলা, অন্তরে বিশ্বাস করা এবং বাস্তবে পরিণত করা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসে পাকে কালেমার বিশেষত্ব ও একাধিক ফজিলত বর্ণনা করেছেন। তা হল—

কালেমার জিকিরের ফজিলত

মুমিন বান্দার কাছে কালেমার জিকির সর্বোত্তম জিকির। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর জিকিরে মুমিন বান্দার অন্তর প্রশান্তি পায়। যে ব্যক্তি বেশি বেশি কালেমার জিকির করবে সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহতায়ালা পরকালে জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দেবেন এবং আকাশের সব রহমতের দরজা খুলে দেবেন। হাদিসে এসেছে, হজরত উবাদা ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনও উপাস্য নেই এবং মহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল,তার জন্য আল্লাহ জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন।' (মুসলিম)

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কোনও বান্দা যদি ইখলাসের সঙ্গে কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে, তবে তার জন্য আকাশের দরোজাগুলো খুলে দেওয়া হয়।' (তিরমিজি)

অসুস্থ ও মুমূর্ষু ব্যক্তিদের কালেমার তালকিন

অসুস্থ কিংবা মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কালেমা পড়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। মৃত্যুর সময় কালেমা নসিব না হলে ইমানহারা হয়ে মরতে হবে। আর এর পরিণাম নিশ্চিত জাহান্নাম। তাই অসুস্থ ও মুমূর্ষু ব্যক্তিদের কালেমা পড়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। হাদিসে এসেছে, হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিদের কালেমার তালকিন করো। (মুসলিম)

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তির শেষ কথা হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সে জান্নাতে যাবে।' (আবু দাউদ)

মনে রাখতে হবে কালেমা হল একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য। হাতে গোনা কয়েকটি বর্ণ এবং শব্দের সমারোহ মাত্র। উচ্চারণেও অতি সহজ। কিন্তু কেয়ামতের দিন নেকির পাল্লায় এটি হবে অনেক ভারী। হাদিসে এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''আল্লাহর নবি নূহ আলাইহিস সালামের মৃত্যুকালে তাঁর ছেলেকে বলেন, আমি তোমাকে অসিয়ত করছি। দু'টি জিনিসের নির্দেশ করছি এবং অপর দু'টি জিনিস থেকে নিষেধ করছি।

আদেশ করছি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর। স্মরণ রাখো। যদি সাত আসমান ও সাত জমিন এক পাল্লায় রাখা হয় আর অপর পাল্লায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রাখা হয়, তবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পাল্লা ভারি হবে। যদি সাত আসমান ও সাত জমিন একটি অবিচ্ছদ্য গোলাকার বৃত্ত হত, তাহলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সবকিছুকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলত। এটি প্রতিটি জিনিসের দোয়া এবং এর মাধ্যমেই সৃষ্টিরাজি জীবিকা পেয়ে থাকে। আর তোমাকে নিষেধ করি শিরক ও অহংকার থেকে।'' (মুসনাদে আহমাদ, বুখারি, আদাবুল মুফরাদ)

হজরত আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আল্লাহতায়ালাকে বললেন, 'হে আমার রব, আমাকে এমন একটি বিষয় শিক্ষা দান করুন যা দ্বারা আমি আপনাকে স্মরণ করব এবং আপনাকে আহবান করব।' আল্লাহতায়ালা বললেন, 'হে মুসা বলো, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোনও মাবুদ নেই।'

মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, 'এ তো আপনার সকল বান্দাই বলে থাকে।' আল্লাহতায়ালা বললেন, 'হে মুসা! আমি ব্যতীত সপ্তাকাশ ও এর মাঝে অবস্থানকারী সবকিছু এবং সপ্ত জমিন যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এক পাল্লায় রাখা হয় তা হলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পাল্লা ভারী হবে।'(ইবনে হিব্বান, মুসতাদরাকে হাকেম)

অতএব এই হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সবচেয়ে উত্তম জিকির। সুতরাং মুমিন মুসলমানের উচিত, সবসময় কালেমার জিকির করা। কেননা কালেমার জিকিরের ফজিলতের মধ্যে আরও হচ্ছে যে, এই কালেমার স্বীকৃতি দানকারীর জন্য জান্নাতের আটটি দ্বার খুলে দেওয়া হবে এবং সে ইচ্ছামতো যে কোনও দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে।

এই কালেমার সাক্ষ্য দানকারী এর দাবি অনুযায়ী পূর্ণভাবে কাজ না করার ফলে এবং বিভিন্ন অপরাধের ফল স্বরূপ জাহান্নামে প্রবেশ করলেও অবশ্যই কোনও এক সময় সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে।

আল্লাহতায়ালা মুসলিম উম্মাহকে বেশি বেশি কালেমার জিকির করার তাওফিক দান করুন। হাদিসের উপর যথাযথ আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

হজরত মুসা ও খিজির আ.-এর কাহিনি

ড. মহম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

প্রথম পর্ব

এই ঘটনাটি বনি ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। বরং ঘটনাটি ব্যক্তিগতভাবে মুসা আ.-এর সঙ্গে জড়িত। পিতা ইব্রাহীম আ. সহ বড় বড় নবি-রাসূলগণের জীবনে পদে পদে পরীক্ষা দিতে হয়েছে। মুসা আ.-এর জীবনে এটা ছিল অনুরূপ একটি পরীক্ষা। যে পরীক্ষায় জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ রয়েছে। আনুষঙ্গিক বিবরণ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ঘটনাটি তীহ প্রান্তরের উন্মুক্ত বন্দিশালায় থাকাকালীন সময়ে ঘটেছিল। ঘটনাটি নিম্নরূপ—

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হজরত উবাই বিন কা'ব রা. প্রমুখ রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণিত হাদিস থেকে এবং সুরা কাহফ ৬০ থেকে ৮২ পর্যন্ত ২৩টি আয়াতে বর্ণিত বিবরণ থেকে যা জানা যায়, তার সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে বিবৃত হল—

ঘটনার প্রেক্ষাপট

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, একদিন হজরত মুসা আ. বনি ইসরাইলের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, লোকদের মধ্যে আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী কেউ আছে কি? ওই সময়ে যেহেতু মূসা ছিলেন শ্রেষ্ঠ নবি এবং তাঁর জানা মতে আর কেউ তাঁর চাইতে অধিক জ্ঞানী ছিলেন না, তাই তিনি সরলভাবে 'না' সূচক জবাব দেন। জবাবটি আল্লাহর পছন্দ হয়নি। কেননা এতে কিছুটা অহংকার প্রকাশ পেয়েছিল। ফলে আল্লাহ তাঁকে পরীক্ষায় ফেললেন। তাঁর উচিত ছিল একথা বলা যে, ''আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।'' আল্লাহ তাঁকে বললেন, ''হে মূসা! দুই সমুদ্রের সংযোগস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আছে, যে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী।'' একথা শুনে মুসা আ. প্রার্থনা করে বললেন, ''হে আল্লাহ! আমাকে ঠিকানা বলে দিন, যাতে আমি সেখানে গিয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারি।'' আল্লাহ বললেন, ''থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নাও এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলের (সম্ভবত লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরের মিলনস্থল) দিকে সফরে বেরিয়ে পড়ো। যেখানে পৌঁছনোর পর মাছটি জীবিত হয়ে বেরিয়ে যাবে, সেখানেই আমার সেই বান্দার সাক্ষাৎ পাবে।'' মুসা আ. স্বীয় ভাগিনা ও শিষ্য (এবং পরবর্তীকালে নবি) ইউশা বিন নূনকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। পথিমধ্যে এক স্থানে সাগরতীরে পাথরের উপর মাথা রেখে দু'জনে ঘুমিয়ে পড়েন। হঠাৎ সাগরের ঢেউয়ের ছিটা মাছের গায়ে লাগে এবং মাছটি থলের মধ্যে জীবিত হয়ে নড়েচড়ে ওঠে ও থলে থেকে বেরিয়ে সাগরে গিয়ে পড়ে। ইউশা ঘুম থেকে উঠে এই বিস্ময়কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু মূসা আ. ঘুম থেকে উঠলে তাঁকে এই ঘটনা বলতে ভুলে গেলেন। অতঃপর তাঁরা আবার পথ চলতে শুরু করলেন এবং একদিন একরাত চলার পর ক্লান্ত হয়ে এক স্থানে বিশ্রামের জন্য বসলেন। অতঃপর মুসা আ. নাশতা দিতে বললেন। তখন তাঁর মাছের কথা মনে পড়ল এবং ওজর পেশ করে আনুপূর্বিক সব ঘটনা মূসা আ.-কে বললেন এবং বললেন যে, ''শয়তানই আমাকে একথা ভুলিয়ে দিয়েছিল।''(কাহফ ১৮/৬৩)

তখন মূসা আ. বললেন, ওই স্থানটিই তো ছিল আমাদের গন্তব্য স্থল। ফলে তাঁরা আবার সে পথে ফিরে চললেন। অতঃপর সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলেন যে, একজন লোক আপাদ-মস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। মূসা আ. তাঁকে সালাম করলেন। লোকটি মুখ বের করে বললেন, ''এদেশে সালাম? কে আপনি?'' মূসা আ. বললেন, ''আমি বনি ইসরাইলের মূসা। আপনার কাছ থেকে ওই জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি, যা আল্লাহ আপনাকে বিশেষভাবে দান করেছেন।''

খিজির আ. বললেন, ''আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না হে মূসা! আল্লাহ আমাকে যে জ্ঞান দান করেছেন, তা তিনি আপনাকে দেননি। পক্ষান্তরে আপনাকে তিনি যে জ্ঞান দান করেছেন, তা আমাকে দেননি।'' মূসা বললেন, ''আল্লাহ চান তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোনও আদেশ অমান্য করব না।''(কাহফ ১৮/৬৯) খিজির বললেন, ''যদি আপনি আমার অনুসরণ করেনই, তবে কোনও বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলি।''

কবিতা ও ছড়া

পথের মাঝে

বিদ্যুৎ মিশ্র

শীত বুড়ি যে আসলো ধেয়ে
কাঁপছে সারা দেশ,
এমন দিনে সান্টা হেসে
বললে তবে বেশ।

বড়দিনের জন্যে আমি
দিলাম উপহার,
ফুলের তোড়া রঙিন জামা
কী দেবো রে আর?

খোকা বলে আমার জন্য
চাই না কিছু তাই,
পথের মাঝে থাকেন যারা
তাদের জন্য চাই।

শীতের রাতে পথের মাঝে
ঝরায় চোখের জল,
তাদের জন্য শীতের পোশাক
পেট ভরে দাও ফল।

আলোর শিশু

সুজন দাশ

আলোর শিশু যিশু আনে প্রেমের ইস্যু
বিলায় মানবতা,
মুছায় মনে গ্লানি আলোর পথে টানি
ছড়ায় মাদকতা!

জ্বালায় মনে বাতি ঘুচায় আঁধার রাতি
জ্ঞানের পথে আনে,
মাতা মেরীর কোলে জগত যেন দোলে
সবাই তারে মানে।

ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে যাননি মরে ভয়ে
সত্য তুলে ধরে,
মৃত্যু শেষে ফিরে বুঝিয়ে দিল ধীরে
যাননি তিনি মরে!

মহান যত বাণী ধরার পরে আনি
যান দেখিয়ে পথ,
মন আলোতে ভাসে শান্তি সুখে হাসে
করবে কে দ্বিমত?

বড়ো দিনের ছুটি

অলোক কুমার প্রামাণিক

পৌষ মাসের শীত পড়েছে
খুকুর খুশি মন
বড়ো দিনের পথ সেজেছে
ঘন্টা বাজে ঢং।

লতায় পাতায় হিম ঝরেছে
হীরক কুচির হাসি
বাজারজুড়ে কেক ছেয়েছে
উড়ছে ঘ্রাণের রাশি।

বাগানজুড়ে ফুল ফুটেছে
ক্ষেতে শিশির স্নান
কচি-কাঁচায় সুর তুলেছে
গাইছে যিশুর গান।

আজকে খুকুর ড্রেস হয়েছে
লাল টুপি'তে ঝুঁটি—
সান্তা ক্রুজের গিফট পেয়েছে
বড়ো দিনের ছুটি।।

বড়দিন

স্বপন মুখোপাধ্যায়

এসে গেল বড়দিন
চল ভাই চল,
এমন দিনের মজা
আর পাবি বল!

প্রভু যিশু আলো করে
এই ধরাতল
এসেছেন, ধন্য রে
আমরা সকল।

মাঠে ঘাটে সবখানে
তার কথা আজ,
মন তাই তাকে ভাবে
ফেলে সব কাজ।

চার্চের অঙ্গনে
খুশি টলমল,
মেরী কোলে ওই দোলে
পারিজাত দল।

বড়দিনের রাতে

কাজী সামসুল আলম

বছর শেষের শীতের রাতে
ডিসেম্বরের মাসে
সান্তাক্লজের মুখোশ পরে
কে যেন কে আসে।

কেউ বা বলে যীশু আসে
নিজের জন্মদিনে
ঘুরে বেড়ায় ধরার মাঝে
কেউ যাতে না চিনে।

লম্বা দাড়ি মাথায় টুপি
লাল পোশাকে ঢাকা
খেলনা পুতুল মিষ্টি টফি
দুই পকেটে রাখা।

শিশু-কিশোর পায় সেগুলো
বড়দিনের রাতে
দ্যান উপহার ছদ্মবেশী
যিশু নিজের হাতে।

বড়দিনটি এলে

বদ্রীনাথ পাল

বড়দিনটি এলেই দেখি
কাঁধে ঝোলা নিয়ে—
হয় যে হাজির সান্তাক্লজ
পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে।

কত কিছু মজার জিনিস
সেই ঝোলাতে থাকে—
''কে কি নিবি,আয় নিয়ে যা''
বারেবারেই ডাকে।

সে ডাক শুনে খোকা-খুকু
সবাই এসে জুটে,
অনাবিল এক মধুর হাসি
তাদের মুখে ফুটে।

রতন সোনাই সবাই আসে
আসে শামিম বিশু—
ওদের হাসি দেখেই হাসেন
আড়াল থেকে যিশু।

চিরন্তনী মেসি অমর করে রাখলেন বিশ্বকাপ ফাইনালকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে ছোট ছোট পায়ে নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছেন মেসি। দৃশ্যটি মনের মণিকোঠায় সারাজীবনের জন্য সাজিয়ে রাখার মতোই। হ্যাঁ, এমন একটি দৃশ্যের জন্যই ফুটবল রোমান্টিকদের বেঁচে থাকা। এ দৃশ্য উপভোগ করতে আপনাকে কোনও দলের সমর্থক হতে হয় না। শুধু ফুটবলকে ভালোবেসেই আপনি দৃশ্যটি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে পারেন আমৃত্যু। এটাই যে ফুটবল।

লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়ামে রবিবার মহকাব্য রচিত হল ফুটবল ইতিহাসে।

আর এমন ম্যাচে চূড়ায় ওঠা মানুষটি যদি হন লিওনেল মেসি, তার পাশাপাশি কিলিয়ান এমবাপেকেও কি আপনি ভুলতে পারবেন? বিশ্বকাপ তো চার বছর আগেই জিতেছিলেন। আজ যা করলেন, সেটা যে তাঁকেও নিয়ে গেছে অমরত্বের পথে। তিনি না থাকলে বিশ্বকাপ ইতিহাসের সেরা ফাইনালটির যে জন্মই হত না। মেসির বিশ্বকাপ জয়ও হয়তো এতটা মাহাত্ম্য পেত না। মেসির কাছ থেকে বিশ্বকাপকে ঠেকাতে চেষ্টা তো কম করেননি। কিন্তু ফুটবল-ঈশ্বরের ভাবনাটা ভিন্ন কিছুই যে ছিল।

ডি মারিয়াকে নিয়েও যে বলতে হয়। কোপা আমেরিকায় তাঁর গোলেই ২৮ বছরের শিরোপা,খরা ঘুচিয়েছিল আর্জেন্টিনা। আর ফাইনালে আর্জেন্টিনার প্রথম ২টি গোলই যে তাঁর অবদান। একটিতে পেনাল্টি আদায় আর অন্যটি তো নিজেই জালে জড়ালেন। আর সবশেষে বলতে হয় এমিলিয়ানো মার্টিনেজের কথা! ম্যাচে দুর্দান্ত গোল বাঁচানো কিংবা টাইব্রেকারে পেনাল্টি ঠেকানো, কোথায় ছিলেন না মেসির প্রিয় দিবু। মেসির জন্য বলেছিলেন জীবন দেওয়ার কথা। হ্যাঁ, জীবনটাকেই যেন পোস্টের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। ম্যাচ শেষে তাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, 'সৃষ্টিকর্তা তোমাকে ধন্যবাদ।' ১২০ মিনিট ধরে তাঁর ওপর দিয়ে যা গেল, সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ মার্টিনেজ দিতেই পারেন। তিনি আরও যোগ করে বলেছেন, 'অনেক কষ্টের একটা ম্যাচ ছিল।'

বিশ্বজয়ের মুহূর্তটা তো বিশ্বাসই হচ্ছে না রদ্রিগো ডি পলের। মেসির 'দেহরক্ষী' হিসেবে পরিচিত এই মিডফিল্ডার বলেছেন, 'আমরা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। আমি জানি না কী বলতে হবে। আমি কখনো এটা কল্পনা করিনি। এটা সেরা। আমরা গর্বিত। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন। আমরা এখন চিরন্তন। আমরা এটা করেছি।' হ্যাঁ, সত্যিই তো;মেসি চিরন্তন, মেসির এই দল চিরন্তন।

১,০০৩ ম্যাচ, ৭৯৩ গোল, ৭ ব্যালন ডি'অর, ১ বিশ্বকাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: এতদিন একটা ট্রফিই তাঁর ক্যাবিনেটে ছিল না। যে কারণে তাঁকে দিয়েগো মারাদোনা, পেলেদের থেকে অনেকেই কিছুটা পিছিয়ে রাখতেন। কিন্তু রবিবার রাতে কাতারে সেই অধরা বিশ্বকাপও জিতলেন লিওনেল মেসি। তারপরেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি মেসিই বিশ্বের সর্বকালের সেরা ফুটবলার?

রবিবার কাতার বিশ্বকাপ ফাইনালে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ২৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন মেসি। তারপর আর্জেন্তিনার যে দ্বিতীয় গোলটা হয়, সেটা কার্যত তৈরি করে দেন ফুটবলের রাজপুত্র। মাঝমাঠের নীচ থেকে দুটি টাচে ফ্রান্সের রক্ষণকে ছন্নছাড়া করে দেন। তারপর ১০৮ মিনিটে গোল করে আর্জেন্তিনাকে ফের এগিয়ে দেন মেসি। পেনাল্টি থেকেও গোল করেন আর্জেন্তিনার অধিনায়ক।

শুধু ফাইনালেই যে মেসি ম্যাজিক দেখেছে বিশ্ব, তা মোটেও নয়। এবার বিশ্বকাপ দুনিয়াটা ছিল মেসির। সেই দুনিয়ায় বাকিরা খেলতে এসেছিলেন। মেসি যেন কোনও চিত্রশিল্পী হয়ে উঠেছিলেন, যিনি নিজের ইচ্ছামতো ছবি আঁকছিলেন। তাতে কেউ কিছু করতে পারছিলেন না। এবারের বিশ্বকাপে মোট সাতটি গোল করেছেন। সবমিলিয়ে বিশ্বকাপে মোট ১৩ টি গোল করেছেন মেসি। যা আর্জেন্তিনার হয়ে সর্বোচ্চ।

সর্বকালের সেরা ফুটবলার মেসি?

ফুটবল বিশ্বকাপ	১
কোপা আমেরিকা	১
অলিম্পিক্স—	১ সোনা
ব্যালন ডি'অর	৭
চ্যাম্পিয়ন্স লিগ	৪
লা লিগা (স্পেনের ঘরোয়া লিগ)	১০
লিগ ওয়ান (ফ্রান্সের ঘরোয়া লিগ)	১
মোট ম্যাচ	১,০০৩
মোট গোল	৭৯৩

মেসির ট্রফি ক্যাবিনেট

এমনকী এতদিন যে মেসির বিশ্বকাপের নক-আউট পর্বে একটিও গোল ছিল না, সেই ফুটবলের রাজপুত্র এবার রাউন্ড অফ ১৬, কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল এবং ফাইনালে গোল করেছেন। বিশ্বের প্রথম খে লোয়াড় হিসেবে সেই নজির গড়েছেন। দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। নিজে গোল করেছেন। দলের সতীর্থদের গোল করিয়েছেন। সবথেকে বড় কথা, বিশ্বকাপ জিতেছেন। তারপরেই স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, এবার কি মেসিকে বিশ্বের সর্বকালের সেরা ফুটবলারের তকমা দেওয়া যায়?

এতদিনে পেলে বা মারাদোনার সঙ্গে মেসিকে সমকক্ষে রাখতেন না অনেকে। তাঁদের বক্তব্য ছিল, দেশকে বিশ্বকাপ জেতাতে পারেননি মেসি। যে কাজটা করে দেখিয়েছেন পেলে এবং মারাদোনা। এবার মেসিও সেই অধরা বিশ্বকাপ ট্রফিও হাতে তুলে নিলেন। দুনিয়ার কোনও সাফল্য বাকি রইল না তাঁর। তবে অনেকের বক্তব্য, কে সর্বকালের সেরা, কে সর্বকালের অন্যতম সেরার তর্কের দরকার নেই। বরং নিজেদের ধন্য মনে করুন যে আপনি মেসির দুনিয়ায় বেঁচে আছেন।

বিশ্বকাপে গোলের সংখ্যা—১৩ (আর্জেন্তিনার হয়ে সর্বোচ্চ)। সেইসঙ্গে আটটি অ্যাসিস্ট করেছেন। যা ১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপ থেকে সর্বোচ্চ।

বিশ্বকাপে সেরা প্লেয়ার মেসি

গোল্ডেন বুট এমবাপের

মেসির মঞ্চে বিরহী নায়ক এমবাপে

নিজস্ব প্রতিনিধি: এ বারের বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোল করতে না পারলেও, সেরা ফুটবলার হন লিওনেল মেসি। সাতটি গোল করার পাশাপাশি, তিনটি গোল করিয়েছেন তিনি। বাকি কে কী পুরস্কার পেলেন, দেখে নিন এক নজরে।

বিশ্বকাপে বিভিন্ন বিভাগের পুরস্কার দুই ফাইনালিস্ট দলের ফুটবলারদের মধ্যেই ভাগ হয়ে গিয়েছে। কিলিয়ান এমবেপে, লিওনেল মেসি, এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, এনজো ফার্নান্ডেজরা রয়েছেন পুরস্কার প্রাপকদের তালিকায়।

এমবাপে এ বারের বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি গোল করার নজির গড়েন। তিনি মোট ৮টি গোল করে গোল্ডেন বুট পান। মেসি এমবাপের চেয়ে এক গোল কম করেছেন। তিনি ৭টি গোল করেছেন। পান গোল্ডেন বুট। মেসি হন টুর্নামেন্টের সেরা ফুটবলার। তিনি জেতেন গোল্ডেন বল। তবে মেসি সেরা হওয়ার জন্য যতটা বেশি উচ্ছ্বসিত ছিলেন, তার চেয়েও বেশি আবেগতাড়িত ছিলেন বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে নিয়ে।

গাল্ডেন গ্লাভস জেতেন আর্জেন্তিনার গোলকিপার মার্টিনেজ। তিনি না থাকলে হয়তো আর্জেন্তিনা ফাইনালেই উঠতে পারত না। আর ফাইনালেও টাইব্রেকার ত্রাতা হন এমিলিয়ানো মার্টিনেজই।

আর্জেন্টিনার এনজো ফার্নান্ডেজ পান সেরা তরুণ প্লেয়ারের পুরস্কার।

নিজস্ব প্রতিনিধি: আর্জেন্টিনার মুঠোয় থাকা ম্যাচ যে ফ্রান্স প্রায় ছিনতাই করে নিয়ে যাচ্ছিল, সে তো প্রতিকূল স্রোতে এমবাপে নামের স্পিডবোটের দুরন্ত গতির কারণেই। সোয়া ঘণ্টা ধরে উড়তে থাকা আর্জেন্টিনাকে যেন এক ঝটকাতেই মাটিতে নামিয়ে আনলেন এমবাপে। ২ গোলে পিছিয়ে থাকা ফ্রান্সকে ৯৭ সেকেন্ডের ঝড়ে এনে দিলেন সমতার জোড়া গোল। অতিরিক্ত সময়ে আর্জেন্টিনাকে আরও একবার এগিয়ে দিয়েছিলেন লিওনেল মেসি। কিন্তু এমবাপের জন্য রাতটা ছিল যেন ফুটবল-রাজত্বের ব্যাটন বুঝে নেওয়ার। ১১৮ মিনিটে তাই আরেকটি পেনাল্টিতে আবারও বাঁচিয়ে তুললেন ফ্রান্সকে। টাইব্রেকারে গড়ানো ম্যাচে শেষ পর্যন্ত শিরোপা হয়তো জিততে পারেননি, তবে ফাইনালে হ্যাটট্রিক ও ৮ গোলে সোনালি বুট জিতে জানান দিয়ে গেলেন— ফুটবলে এমবাপে-যুগ সমাগত।

আগামীর দিন যে এমবাপের, তার প্রতীকী ছবি হতে পারে এই ফাইনাল। মার্কাস থুরামের কাছ থেকে পাওয়া যে বলটি ডান পায়ের ভলিতে দূরের পোস্ট দিয়ে জালে পাঠালেন, সেটি এসেছিল মেসির কাছ থেকে বল কেড়ে। আবার অতিরিক্ত সময়ের খে লায় ১০৮ মিনিটে মেসি দ্বিতীয়বার দলকে এগিয়ে দেওয়ার পরও কী দোর্দণ্ড প্রতাপেই না আর্জেন্টিনার রক্ষণে ত্রাস সৃষ্টি করে গেলেন তিনি! ২ দিন বাদে ২৪তম জন্মদিন পালন করতে যাওয়া এমবাপ্পে কাতারে এসেছিলেন বিশ্বকাপ জিততেই। চার বছর আগে রাশিয়ায় শিরোপা হাতে নিয়ে মাত্র ১৮ বছর বয়সেই জ্বলে উঠেছিলেন ফুটবলের নতুন তারা হয়ে। হাতছানি ছিল কিংবদন্তি পেলের মতো পঁচিশের আগে দুটি ট্রফি জিতে যাওয়ার। লুসাইলে কাল শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যটা পূরণে ছুটলেনও নিজের সর্বশক্তি দিয়ে। একপেশে লড়াইয়ে পরিণত হওয়া ফাইনালকে একক প্রচেষ্টায় টেনে নিয়ে গেলেন টাইব্রেকার পর্যন্ত।

মেসির জন্য সাজানো বাগানকে এলোমেলো করলেন বারবার, যেন এই প্রাপ্যটা তাঁরই। কয়েক মুহূর্তের জন্য সেটা পারলেনও অদম্য এমবাপে। তবে শেষ পর্যন্ত নিজের আরেকটি শিরোপা জয়ের লক্ষ্য পূরণ করতে না পারলেও বিশ্ব ফুটবলের জন্য মহাতারার আগমনী বার্তাই দিয়ে গেলেন। ১৯৬৬ বিশ্বকাপের ফাইনালে জার্মানির বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেছিলেন ইংল্যান্ডের জিওফ হার্স্ট। এরপর বিশ্বকাপ ফাইনাল হয়েছে ১৩টি। আর কোনও হ্যাটট্রিক দেখেনি ফুটবলের মহামঞ্চ। ৫৬ বছর পর কাল লুসাইলে হার্স্টের রেকর্ডে ভাগ বসালেন এমবাপ্পে। ১১৮ মিনিটের যে পেনাল্টি শটে বিশ্বকাপ ফাইনাল ইতিহাসের দ্বিতীয় হ্যাটট্রিকে নাম লিখিয়েছেন, সেটি তাঁকে এনে দিয়েছে কাতার বিশ্বকাপের সোনার বুটও।

মেসির মতো ৫ গোল নিয়ে নেমেছিলেন ফাইনালে। দুই দফায় গোল করে সোনালি জুতার লড়াইয়ে এগিয়েও গিয়েছিলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। কিন্তু হ্যাটট্রিকে সেটি নিজের করে নিয়েছেন ২৩ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। দুই বিশ্বকাপে ১২ গোল করে উঠে গেছেন বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় যৌথভাবে পঞ্চম স্থানে, পেলের পাশে। বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়ে যাওয়ার অপার সুযোগ ২৩ বছর বয়সী এমবাপের সামনে।

চূড়ায় ওঠার রাতে রেকর্ডের বরপুত্র মেসি

এখনই অবসর নয়

বিশ্ব জয়ের পর বার্তা মেসির

নিজস্ব প্রতিনিধি: লিওনেল মেসি যেন এখন যেন সপ্তম স্বর্গে আছেন। তিনি যে এখন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। বিশ্ব জয়ের চেষ্টায় গত ৪ আসরে শূন্য হাতে ফিরলেও। এবার ঠিকই আদায় করে নিজের প্রাপ্যটুকু। তবে সব মিলিয়ে ৫ আসরে বিশ্বকাপ খেলতে এসে মেসি গড়েছেন অসংখ্য রেকর্ড। যে মেসিকে বিশ্বকাপ বারবার ফিরিয়ে দিয়েছে, তিনিই এখন বিশ্বকাপে রেকর্ডের বরপুত্র।

বিশ্বকাপের মঞ্চে মেসির যত রেকর্ড

- ইতিহাসে সর্বোচ্চ ২১টি গোলে জড়িয়ে আছে মেসির নাম (১৯৬৬ বিশ্বকাপ থেকে রেকর্ড রাখার পর)। সব মিলিয়ে ১৩টি গোল এবং অন্য ৮টিতে সহায়তা আছে তাঁর।
- বিশ্বকাপ ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে গ্রুপপর্ব, শেষ ষোলো, কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল এবং ফাইনালে গোল করার কৃতিত্ব গড়লেন মেসি।
- ৫টি বিশ্বকাপ খেলা ৬ খেলোয়াড়ের একজন হলেন মেসি। আর্জেন্টাইন অধিনায়ক ছাড়া এই কৃতিত্ব গড়েছেন তিন ম্যাক্সিকান খেলোয়াড় আন্তোনিও কারবাহাল, আন্দ্রেস গুয়াদ্রাদো ও রাফা মার্কুয়েজ। অন্য দুজন হলেন জার্মানির লোথার ম্যাথাউস এবং পর্তুগালের ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।
- ফাইনালে মাঠে নেমেই বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়লেন মেসি। এর আগে সেমিফাইনালে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে মাঠে নেমে জার্মান কিংবদন্তি ম্যাথাউসের ২৫ ম্যাচ খেলার রেকর্ড স্পর্শ করেছিলেন মেসি।
- অধিনায়ক হিসেবে ১৯ ম্যাচ খেলে অনন্য এক চূড়া ছুঁয়েছেন মেসি। এর আগে এই কীর্তি ছিল ১৭ ম্যাচ খেলা মার্কুয়েজ এবং ১৬ ম্যাচ খেলা দিয়েগো মারাদোনার।
- বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি সময় মাঠে থাকা খেলোয়াড় এখন মেসি। তিনি মাঠে ছিলেন ২,৩১৪ মিনিট। মেসি রেকর্ড গড়ায় দ্বিতীয় স্থানে চলে গেলেন ইতালিয়ান কিংবদন্তি পাওলো মালদিনি। যিনি সব মিলিয়ে ২,২১৭ মিনিট মাঠে ছিলেন।
- পাঁচটি বিশ্বকাপে গোলে সহায়তা করা একমাত্র খেলোয়াড় এখন মেসি। তাঁর কাছাকাছি আছেন পেলে, গ্রজেগর্জ লাতো, ম্যারাডোনা এবং ডেভিড বেকহাম। তারা সবাই তিনটি বিশ্বকাপে গোলে সহায়তা করেছেন। তবে নকআউটে গোলে ৬টি করে অ্যাসিস্ট করেছেন মেসি ও পেলে।
- বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার হয়ে সবচেয়ে বেশি গোল এখন মেসির। এ বিশ্বকাপের ৫ গোলসহ মোট ১৩টি গোল করেছেন মেসি। তাঁর পরে আছেন গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতা (১০), মারাদোনা (৮), গিলের্মো স্তাবিলে (৮), মারিও কেম্পেস (৬) এবং গঞ্জালো হিগুয়েন (৫)।
- বড় টুর্নামেন্টে দক্ষিণ আমেরিকার খেলোয়াড় হিসেবে সর্বোচ্চ ২৬ গোল এখন মেসির।
- ১৯৮২ বিশ্বকাপ থেকে শুরু হওয়া গোল্ডেন বলের পুরস্কার একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে দুইবার জিতলেন মেসি।

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপ জয়ের পর উচ্ছ্বাস, আবেগ, নিজের মনের কথা সবটাই সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন মেসি। বলে দিলেন, বিশ্বকাপ জেতার বিষয়ে তিনি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। পাশাপাশি এও জানিয়ে দিলেন, এখনই তিনি জাতীয় দলের থেকে অবসর নিচ্ছেন না। অবশেষে স্বস্তি! ছোট থেকে যে স্বপ্ন দিয়েগো মারাদোনা দেখি য়েছিলেন, তা পূরণের তৃপ্তি! নিজের কেরিয়ারে সবচেয়ে দামী ট্রফির জয়ের স্বাদ! আক্ষেপ আর আফশোসের দিন শেষ! লিওনেল মেসির কেরিয়ারে প্রাপ্তির ঝুলি এখন কানায় কানায় পূর্ণ। কেরিয়ারে আকাশচুম্বী সাফল্য রয়েছে। বহু ট্রফি, শিরোপা, পুরস্কার, সম্মানে ক্যাবিনেট ভর্তি। তবু বিশ্বকাপ না পাওয়ার আক্ষেপটা বড় বেশি ছিল আর্জেন্টাইন সুপার স্টারের। আর সেই আক্ষেপের অবসান হয়ে গেল রবিবার। ১৮ ডিসেম্বর রাতে। বিশ্বকাপ উঠল মেসির হাতে। দীর্ঘ ৩৬ বছরের খ রা কাটিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হল আর্জেন্তিনা।

আর ট্রফি জয়ের পর উচ্ছ্বাস, আবেগ, নিজের মনের কথায় মেসি বলেছেন, 'অবিশ্বাস্য লাগছে। যা হয়েছে সেটা বিশ্বাসই করতে পারছি না। বিশ্বকাপ জেতার থেকে আনন্দের মুহূর্ত আর কিছুই নেই। আমার হাতের ট্রফিটা দেখুন। কী সুন্দর লাগছে। বিশ্বকাপ জেতার জন্যে মরিয়া হয়েছিলাম। ঈশ্বর হয়তো আমার হাতেই বিশ্বকাপটা দেখতে চাইছিলেন। মনেও হচ্ছিল যে, আমাদের হাতেই কাপটা উঠবে। আগে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে আমাদের। সব কষ্টের শেষ হল আজ।' এখন মেসির মন ঘরের দিকে।

তিনি বলে দিয়েছেন, ট্রফি নিয়ে কাতার থেকে সোজা আর্জেন্টিনায় যেতে চান তিনি। তার দাবি, 'আর্জেন্তিনায় ফেরার জন্য তর সইছে না। ওরা কতটা উদগ্রীব হয়ে রয়েছে ট্রফিটা দেখার জন্য, সেটা এক বার নিজের চোখে দেখতে চাই।' বিশ্বকাপে এটাই তাঁর শেষ ম্যাচ, সেটা আবারও মনে করিয়ে দিয়েছেন মেসি। তবে তিনি এখনই জাতীয় দলের থেকে অবসর নিচ্ছেন না। আরও কিছু ম্যাচ খেলতে চান মেসি। বলেছেন, 'ট্রফি নিয়েই বিশ্বকাপ অভিযান শেষ করতে চেয়েছিলাম। সেটা পেরেছি। এর থেকে বেশি আর কিছু চাইতে পারি না। কোপা আমেরিকার পর বিশ্বকাপ। ভাবতেই পারছি না। এর পর কী হবে? এখনই বলতে পারব না। ফুটবল খেলতে ভালোবাসি। জাতীয় দলের খেলাও আমাদের কাছে গর্বের ব্যাপার। আশা করি, বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর আরও কয়েকটা ম্যাচ খেলে তার পর অবসর নেব।'

মারাদোনা এখন হাসছে: পেলে

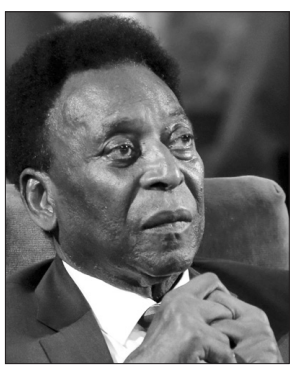

নিজস্ব প্রতিনিধি: জীবনের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত ট্রফিটি জয়ের পর অভিনন্দনে ভাসছেন লিওনেল মেসি আর তাঁর সতীর্থেরা। ম্যাচ শেষ হওয়ার পরপরই মেসিদের অভিনন্দনে ভাসিয়েছেন দর্শক-সমর্থকেরা। একই সঙ্গে মেসিকে বিশ্বকাপ জয়ের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছেন তাঁর ক্লাবের সতীর্থরাও। এরই মধ্যে নেইমার অভিনন্দন জানিয়েছেন মেসিকে। অভিনন্দন পেয়েছেন তিনি ব্রাজিলের সাবেক তারকা রিভাল্ডোর কাছ থেকে। তবে সবচেয়ে বড় অভিনন্দন হয়তো কিংবদন্তি পেলের কাছ থেকেই পেয়েছেন। মেসিকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লিখেছেন, 'নিশ্চিত করেই দিয়েগো এখন হাসছে।' বিশ্বকাপের ফাইনালে আর্জেন্টিনা টাইব্রেকারে ফ্রান্সকে ৪-২ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপ জয়ের পর পেলে লিখেছেন, 'আজ ফুটবল তার নিজের গল্প বলছে। আর এটা সব সময়ের মতোই চিত্তাকর্ষকভাবে।' এখ ানেই থামেননি পেলে। এরপর তিনি যোগ করেছেন, 'মেসি তার প্রথম বিশ্বকাপ জিতেছে। এটা তার প্রাপ্যই ছিল। অভিনন্দন আর্জেন্টিনা! নিশ্চিত করেই দিয়েগো এখন হাসছে।' পেলে কিলিয়ান এমবাপের কথাও লিখেছেন। বিশ্বকাপের ফাইনালে হ্যাটট্রিক করা দ্বিতীয় খেলোয়াড় হয়েছেন এমবাপে। এর আগে ২০১৮ সালে ফ্রান্সকে বিশ্বকাপ জেতাতে ফাইনালে করেছিলেন এক গোল। এমবাপের প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ''ফুটবলের এই ভবিষ্যৎকে দেখাটা ছিল অসাধারণ এক ব্যাপার।'' পেলে এরপর অভিনন্দন জানিয়েছেন এবারের বিশ্বকাপে অসাধারণ খেলা মরক্কোকেও।

মেসিকে ঐতিহ্যশালী পোশাক কাতারের রাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি: মেসিকে বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে তুলে দেওয়ার ঠিক আগে একটি কালো রঙের পোশাক পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু জানেন কি এটা কোন পোশাক। অনেকেই জানতে চেয়েছেন কাতারিরা আর্জেন্তিনার অধিনায়ককে কী পোশাক পরিয়েছিলেন?

এই পোশাককে 'বিশ্ত' বলা হয়। এটি একটি চাদর যা ঘাড় থেকে পা পর্যন্ত শরীরকে ঢেকে রাখে। 'বিশ্ত' আরব দেশের পুরুষদের সাংস্কৃতিক পোশাক। সাধারণত দুই থেকে তিন রঙের কাপড় এতে ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে কালো এবং সোনালি রঙও থাকে। টুইটারে অনেকে বলেছেন যে 'বিশ্ত' বিশেষ অনুষ্ঠানে পরা হয়ে থাকে এবং এটি যারা পরেন তারা দেশের খুব সম্মীয় হয়ে থাকেন। এটা যে কেউ পরতে পারেন না। রাজপরিবার বা কোনও উচ্চপদস্ত ব্যক্তিই এটি পরতে পারেন। এটি খুবই সম্মানের।

লিওনেল মেসিকে যে কালো পোশাকটি পরিয়েছেন কাতারের রাজা শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি তা আরব দেশগুলির পুরুষদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক। সাধারণত ভেঁড়ার উল ও উটের লোম দিয়ে এই পোশাক তৈরি করা হয়। সাদা, ক্রিম, কালো, বাদামি, ধূসর বিভিন্ন রঙের হয়। পোশাকের উপরে

এটি পরেন আরব দেশগুলির পুরুষেরা। আরবি ভাষায় এই পোশাককে বলা হয় 'বিশ্ত'। ফার্সি থেকে এসেছে শধটি। কোনও অনুষ্ঠান, বিয়ে, উৎসব বা বিশেষ দিনে এটি পরা আবর দেশগুলির পুরনো রেওয়াজ। এখনও এই রেওয়াজ বজায় রেখে ছেন সেখানকার বাসিন্দারা। এই পোশাক আরব দেশগুলির আভিজাত্যের প্রতীক বলেও মনে করেন অনেকে। বিশ্ত পরিয়ে সম্মান জানানোর প্রথা রয়েছে কাতারে। যেমন আমাদের দেশে উত্তরীয় দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

রবিবারের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মেসিকে পরার জন্য এই দুটি রঙের 'বিশ্ত' দেওয়া হয়। এর মধ্যে আলাদা ব্যাপার হল এর কাপড়ে জাল লাগানো ছিল যা এটিকে সাধারণ 'বিশ্ত' থেকে আলাদা চেহারা দিচ্ছিল। এই পোশাকই বিশ্বকাপের ট্রফি তুলে দেওয়ার আগে মেসির গায়ে পরিয়ে দেওয়া হয়। এই রোব পরেই সেলিব্রেশন করলেন মেসি।

অনেকেই এটাকে আর্জেন্তাইন ফুটবলারের জন্য সম্মান বলে অভিহিত করেছেন। অনেক সাধারণ এবং বিশেষ ব্যবহারকারী টুইটারে লিখেছেন যে কাতার তার সাংস্কৃতিক পোশাক পরে লিওনেল মেসিকে সম্মান প্রদর্শন করেছে। অনেকে আবার বলছেন এটা করার কারণ হল, যতদিন ২০২২ বিশ্বকাপের কথা হবে ততদিন মানুষ জানবে ২০২২ কোন দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কারণ মেসি যে পোশাক পরে বিশ্বকাপ তুলেছিলেন সেটি তো শুধু কাতারের পোশাক। ফলে অনেকেই বলছেন মেসিকে সম্মান জানানোর পাশাপাশি বুদ্ধি করে নিজেদের দেশের সংস্কৃতিকে এভাবেই বিশ্বের সামনে তুলে দিল কাতার।

PATAKA

A COMPLETE CARE
MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
THAT BRINGS YOU THE BEST HEALTHCARE SERVICES

BENEFIT FROM THE FULL SPECTRUM OF MEDICAL SERVICES

BLOODLESS PAINLESS LASER COLORECTAL SURGERY
BRING BACK THE SMILE : FREE CLEFT LIP/PALATE SURGERY

SPECIAL OFFERS

ECONOMY SURGERY: GYNAE & ORTHO PACKAGES
GASTROENTEROLOGICAL SOLUTIONS INCLUDING LAPAROSCOPIC HERNIA SURGERY

ONE STOP ANSWER
FOR ALL YOUR DENTAL & EYE PROBLEMS

END TO END SOLUTION FOR DIABETIC
NEEDS INCLUDING DIABETIC FOOT CARE

GD HOSPITAL
& DIABETES INSTITUTE
CARE FOR LIFE

AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED HOSPITAL

139A, LENIN SARANI, KOLKATA - 700 013 033 6687 6687

পতাকা
চা

আমারই মতো
আমার
পতাকা

গজব কা স্বাদ

Printed and Published by Syed Ruhul Amin on Behalf of 'The Voice of Wadi', Pratappur Darbar Sharif, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721151,
Editor : **Syed Ruhul Amin**, Ph.:+91 3228 252234, Telefax: +91 3224 254278. Email: thevoiceofwadi@gmail,com

Vol: 8 Issue:05, DL No.76, RNI No.WBBEN/2014/56111